POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ

যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

(সূরা আল মায়েদা: ১০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 23

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

10 জুন, 2021 ● 28 শওয়াল 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

নাজাশি বাদশহার মৃত্যু সংবাদ সেই দিনই আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন। আঁ হযরত (সা.) তাঁর জানাযা গায়েব পড়ান।

১৩১৮) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) তাঁর সাহাবাদেরকে নাজাশী বাদশাহ্‌র মৃত্যু সংবাদ দেন। অতঃপর তিনি এগিয়ে যান আর সাহাবাগণ তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। অতঃপর তিনি চারটি তকবীর উচ্চারণ করেন।

১৩২৭) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,রসুলুল্লাহ্ (সা.) ইথিওপিয়ার বাদশাহর মৃত্যু সংবাদ সেই দিন দেন, যেদিন বাদশাহ মৃত্যু বরণ করেন। তিনি (সা.) বললেন, 'নিজেদের ভাইয়ের জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা কর।'

* হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদিন ওলীউল্লাহ্ শাহ (রা.) বলেন: বস্তুত নাজাশির জানাযা সেই অন্তর্দৃষ্টির কারণে পড়া হয়েছিল যা আঁ হযরত (সা.) ঐশী ওহী দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যাতে জানানো হয়েছিল যে তিনি নিজ ঈমানে সত্যবাদী এবং একনিষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেওয়ার অভিপ্রায় এটিই প্রতীত হয়, যার সত্যায়ন আঁ হযরত (সা.)-এর কাজের মাধ্যমে হয়েছে। অর্থাৎ তিনি (সা.) তাঁর জানাযা পড়েছেন আর এটি এক বিশেষ আচরণ যা ঐশী ইচ্ছা দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৩ শে এপ্রিল, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত আয়ারল্যাণ্ড, ২০১৪ (সেপ্টেম্বর)

বস্তুত বান্দাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলার অধিকার একমাত্র খোদা তা'লারই আছে আর তাঁর পক্ষ থেকে এই পরীক্ষা মানুষের জন্য কল্যাণই বয়ে আনে। আমার মতে, জাগতিক দুঃখ-কষ্টের কারণে ফেলা চোখের জল হল সেই আগুন যা অশ্রুবিসর্জনকারীকেই পুড়িয়ে ফেলে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

খোদা তা'লা এবং বান্দার মধ্যে সম্পর্ক

একদিন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বললেন-'দুই বন্ধুর বন্ধুত্ব তখনই টিকতে পারে যখন তারা একে অপরের কথা শোনে। যদি একজন সব সময় নিজের কথা অপরজনের উপর চাপিয়ে দিতে উদ্যত হয়, তবে সেক্ষেত্রে সম্পর্কে ফাটল ধরে। অনুরূপ পরিস্থিতি খোদা এবং বান্দার সম্পর্কের মধ্যে হয়ে থাকে। কখনও আল্লাহ তা'লা তার কথা শোনেন,তার জন্য কৃপার দ্বার খুলে দেন আবার অপরদিকে বান্দাও খোদা তা'লার নির্ধারিত নিয়তির উপর সন্তুষ্ট থাকে। বস্তুত বান্দাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলার অধিকার একমাত্র খোদা তা'লারই আছে আর তাঁর পক্ষ থেকে এই পরীক্ষা মানুষের জন্য কল্যাণই বয়ে আনে। পরীক্ষার পর যারা খাঁটি হিসেবে উত্তীর্ণ হয়, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে স্বীয় কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী করেন- প্রকৃতির বিধান এভাবেই ক্রীয়াশীল থাকে।

জাগতিকতায় নিমজ্জিত থাকা মানুষকে পরকাল থেকে বঞ্চিত রাখে।

এক যুবক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজের জাগতিক বিপদাপদ এবং দুঃখ কষ্টের কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাকে বুঝিয়ে বললেন: "আপাদ-মস্তক জাগতিকতায় নিমজ্জিত থাকা মানুষকে পরকাল থেকে বঞ্চিত রাখে। নিজের দুঃখ-দুর্দশার জন্য এমনভাবে বিলাপ করা একজন মোমেনের জন্য মোটেই শোভনীয় নয়।" অবশেষে সেই যুবক উচ্চস্বরে বিলাপ শুরু করল। যা দেখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ভীষণ রুষ্ট হলেন এবং তার এই আচরণকে অপছন্দ করলেন। তিনি বললেন: অনেক হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এমন বিলাপ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আমার মতে, জাগতিক দুঃখ-কষ্টের কারণে ফেলা চোখের জল হল সেই আগুন যা অশ্রুবিসর্জনকারীকেই পুড়িয়ে ফেলে। জগতের আবর্জনার জন্য লালায়িত এমন ব্যক্তিকে বিলাপ করতে দেখে আমার হৃদয় নিরুত্তাপ হয়ে যায়।

খোদার উপর নির্ভর করার আদর্শ প্রকৃতি

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মজলিসে একদিন খোদার উপর নির্ভর করার প্রসঙ্গ উঠে আসে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমার মনের মধ্যে এক বিচিত্র অবস্থা লক্ষ্য করেছি। যেভাবে, বায়ুর আদ্রতা আর তাপমাত্রা যখন চরমে পোঁছে যায়, তখন মানুষ নিশ্চিতভাবে ধরে নেয় যে এখন বৃষ্টি হবে। অনুরূপভাবে আমি যখন নিজের সিন্দুক খালি দেখি, তখন খোদার কৃপার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয় যে এখন এটি ভরে যাবে আর এমনটিই হয়ে থাকে।" খোদা তা'লার নামে শপথ করে তিনি বলেন:

যখন আমার টাকার থলিটি খালি দেখি, তখন খোদার উপর নির্ভর করার মাঝে আমি যে অনাবিল আনন্দ ও সুখ অনুভব করি তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সেই অবস্থা আমাকে থলে ভর্তি টাকা থাকার অবস্থার তুলনায় বেশি আনন্দ ও সুখানুভব এনে দেয়।

তিনি বলেন, আমার পিতা ও ভাই যে সময় মামলা মোকদ্দমার কারণে বিভিন্ন প্রকারের বিপদ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন, তখন তারা প্রায় আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিপাত করে বলতেন, 'এ বড়ই সৌভাগ্যবান! দুঃখ এর কাছে ঘেষে না।'

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৬-২৯৭)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ-নির্দেশনা।

"আমি বারবার পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি, সন্তানরা বাইরে কেমন পরিবেশে ওঠা-বসা করে তার প্রতিও দৃষ্টি রাখুন আর ঘরে যখন তারা টিভির প্রোগ্রাম দেখে বা ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে তখনো সজাগ দৃষ্টি রাখুন।"

(খুতবা জুমআ, ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩,বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

শেষের পাতার পর....

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

মসজিদ দারুল আমান-এ উদ্বোধন

হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদের বাইরের প্রাচীরে নামফলক অনাবরণ করেন এবং দোয়া করেন। এরপর তিনি মসজিদের ভিতরে এসে যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান, আর এরই মাধ্যমে মসজিদের উদ্বোধন হয়।

নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদের বাইরে আখরোটের গাছ রোপন করেন। এরপর মেয়রের প্রতিনিধি যেইবার্থ সাহেব এবং জেলা প্রশাসক জোয়াকিক আরনোল্ড সাহেব সম্মিলিতভাবে আরও একটি আখরোটে গাছ লাগান।

মসজিদ দারুল আমান ফ্রিডবার্গ- এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে উপস্থিত অতিথিদের সভায় আসেন, যাদের সংখ্যা ছিল ১৬৬জন। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রাদেশিক এসেম্বেলির দুইজন সদস্য, তিনজন মেয়র ও কাউন্টি কমিশনর, ১৬জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ১৩ জন সাংস্কৃতির সংগঠনের প্রতিনিধি, ১৭জন প্রফেসর সাহেব ও শিক্ষক এবং একজন চার্চের পাদ্রী। এছাড়াও ছিলেন, ডক্টর, উকিল, পুলিশ এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা।

ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার পক্ষ থেকে ছিলেন টি.ভি এইচ.আর এর প্রতিনিধি এবং FAZ, Neue, Presse, Wetterauer এর প্রতিনিধি ও সাংবাদিকবৃন্দ।

কুরআন করীমেরে তিলাওয়াতের মাধ্যকে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, যার জার্মান অনুবাদ উপস্থাপনের পর জার্মানীর আমীর সাহেব পরিচিতিমূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি নিজের বক্তব্যে বলেন-

ফ্রিডবার্গ শহরটি সাতটি কসবা নিয়ে গঠিত, যা ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে ত্রিশ কিমি দূরে জার্মানী হেসেনে প্রদেশে অবস্থিত। শহরটির জনসংখ্যা ৩০ হাজার।

রোমান সাম্রাজ্যের যুগ থেকেই শহরটি রণনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। শহরে অবস্থিত অনুচ্চ পাহাড়ে যে দুর্গ নির্মিত হয়েছে সেখানে রোমানদের সৈন্য শিবির স্থাপিত হয়েছে।

মধ্যযুগে এই অঞ্চলটি বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আজও এই শহর জেলার অর্থনৈতিক গতিবিধির কেন্দ্রস্থল। এই শহরের প্রতীক হল ৫৮ উচ্চ এডল্ফ টাওয়ার।

১৯৯০ সালে ফ্রিডবার্গ জামাতের প্রতিষ্ঠা হয়। জামাতের প্রথম সদর ছিলেন মির্যা নঈম আহমদ সাহেব। ২০০৬ সালে জার্মানীতে স্থানীয় আমারত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হলে ডক্টর ওহীদ আহমদ সাহেব এর প্রথম আমীর নিযুক্ত হন। ২০১০ সালে স্থানীয় আমারত বিলোপ করে পৃথক পৃথক জামাত গঠন করা হয়। আজকাল ডক্টর ওহীদ আহমদ সাহেব ফ্রিডবার্গ জামাতের সদর। বর্তমানে এই জামাতের সদস্য সংখ্যা ৩০০ এর অধিক। আমাদের ছাত্ররা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যায়নরত আছে, যাদের মধ্যে কয়েকজন পি.এইচ.ডি করছে।

এই এলাকায় মসজিদের জন্য জায়গা পাওয়া খুব কঠিন ছিল। এমনকি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পাওয়াও কঠিন ছিল। হুযুর আনোয়ারের সমীপে দোয়ার জন্য নিরন্তর লেখা হতে থাকে থাকে, যার পর আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। জামাত কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারল যে রেসিডেন্সিয়াল এবং শিল্পাঞ্চলে জায়গা তুলনামূলক কম দামে পাওয়া যায়। তাই এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় আর কাউন্সিলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হয়। অবশেষে ২০০৯ সালে ২০০০ বর্গমিটারের একটি জায়গা পাওয়া যায় আর সেই সাথে মসজিদ নির্মাণের অনুমতিও পাওয়া যায়।

এতদঅঞ্চলের মেয়র মাইকেল কেলার জামাতকে অনেক সাহায্য করেছেন। ২০১১ সালের ১৩ই অক্টোবর দুই লক্ষ ষাট হাজার ইউরো মূল্যে জায়গাটি ক্রয় করা হয় আর ২০১২ সালের ২৯ শে মে হুযুর আনোয়ার এখানে এসে মসজিদ দারুল আমান-এর গোড়াপত্তন করেন, তিনি আজকে যার উদ্বোধন করছেন।

মসজিদের প্রধান কক্ষটিকে দুইভাবে বিভক্ত করে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক জায়গা তৈরী করা হয়েছে। এছাড়াও অফিস কক্ষ এবং কিচেনও রয়েছে। মসজিদের গম্বুজের ব্যাস ৫ মিটার আর মিনারের উচ্চতা ৯ মিটার। মসজিদের পার্কিংয়ে আঠারোটি গাড়ি দাঁড়া করানোর জায়গায় আছে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন অতিথির ভাষণ

মি. পিটার যেইবার্থ (কাউন্সিল মেম্বার) বলেন,

আজকে আমাকে মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমি ভীষণভাবে আপ্লুত। শহরের পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে এবং শহর প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি আর গোটা শহরবাসীর হয়ে আমি প্রতিনিধিত্ব করছি। ফ্রিডবার্গ এমন এক শহর যেখানে সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস। যারা এই মসজিদ তৈরী করেছেন, তারা ফ্রিডবার্গকে নিজেদের ঘর মনে করে আর এটি এক সফল সমন্বয়কে সুনিশ্চিত করেছে। ইন্টিগ্রেশন বা সমন্বয়ের অর্থ কেবল নিজেদের সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখা নয়, এর অর্থ আমরা এই জায়গাটিকে যেন নিজেদের ঘর মনে করি। আজ মসজিদ দারুল আমান থেকে একথাই বোঝানো হচ্ছে আর আমরা এর জন্য ভীষণভাবে আনন্দিত। আমি জামাত আহমদীয়াকে এর জন্য সাধুবাদ জানাই আর আমার দোয়া এই যে আল্লাহ্ তা'লা এই মসজিদ এবং এতে ইবাদতকারীদের উপর যেন স্বীয় নিরাপত্তার ডানা মেলে ধরে রাখেন।

এরপর মি. জোয়াকিম আরনল্ড, জেলা প্রশাসক এবং কাউন্টি কমিশনর নিজের ভাষণ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন-

আজ আমি সমগ্র জেলার পক্ষ থেকে এই মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ তা'লা সেই সব লোকদের রক্ষা করুন যারা এই মসজিদের প্রবেশ করবে আর এখানে ইবাদত করবে। আমাদের জেলা ওয়েটারাউ এক আন্তর্জাতিক এলাকা যেখানে ২৫ হাজার ভিন দেশী বাস করে। আমরা তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি। এখানে ১১৯ টি জাতির মানুষ বাস করেন। প্রত্যেকেই চায় এই পরিবেশের সঙ্গে একীভূত হতে।বিভিন্ন প্রকৃতির ও চিন্তাধারার মানুষ এখানে থাকেন। অনেকে ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করে, কিছু মানুষের আবার ভিন্ন রকম চিন্তাধারা আছে। কিন্তু এখানে প্রত্যেকের বসবাসের এবং স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার আছে। এটি গণতন্ত্রের নীতি। আমরা নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিখেছি, উদাহরণস্বরূপ- যে ভুল আমরা নাজি-র যুগে করেছিলাম।

পরধর্ম সহিষ্ণুতা আমাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার জন্য বিপদ হল উগ্রবাদী ও চরমপন্থীরা, তারা ধর্ম কিম্বা রাজনীতি- উভয়ের সঙ্গেই যুক্ত থাকতে পারে।

আমি বিগত ২৫ বছর থেকে এ বিষয়ের উপর সাক্ষী আছি যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সব সময় ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিষয়টি সযত্নে লালন করে এসেছে আর সমাজে নিজেদের গঠনমূলক অবদান রেখেছে। এই শহরে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার পরিবেশ যে বজায় আছে, আপনাদের এই মসজিদ তারই প্রতীক। এই জন্য আমি এই মসজিদের জন্য খোদার আশিস কামনা করেছি।

পাওয়া খুব কঠিন ছিল। এমনকি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পাওয়াও কঠিন ছিল। হুযুর আনোয়ারের সমীপে দোয়ার জন্য নিরন্তর লেখা হতে থাকে থাকে, যার পর আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। জামাত কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারল যে রেসিডেন্সিয়াল এবং শিল্পাঞ্চলে জায়গা তুলনামূলক কম দামে পাওয়া যায়। তাই এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় আর কাউন্সিলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হয়। অবশেষে ২০০৯ সালে ২০০০ বর্গমিটারের একটি জায়গা পাওয়া যায় আর সেই সাথে মসজিদ নির্মাণের অনুমতিও পাওয়া যায়।

সম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আজ আমি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ভীষণ আনন্দিত। কোন এক স্থানে বসবাস করলে সেখানে ঘর বাঁধতে হয় আর পাকাপাকিভাবে থাকতে চাইলে খোদার ঘর বানানো হয়। আমার কাছে এই দিনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। কেননা আজ আমি খোদা তা'লার ঘরের উদ্বোধনে হাজির হয়েছি। আমি পার্লামেন্টের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ থেকে জামাত আহমদীয়াকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাম্প্রতিককালে আপনারা যে সব মসজিদ তৈরী করেছেন, সেগুলির অধিকাংশই হেসেনে প্রদেশে অবস্থিত।

(শেষাংশ ৮ ও ১২ পাতায়..

জুমআর খুতবা

এ দিনগুলোতে আমাদের অনেক বেশি তওবা ও ইস্তেগফার করা উচিত, কেননা এই রমজান মাস দোয়া কবুল হওয়ার মাস, আর এর শেষ দশক জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভের সময়। পাপ থেকে ক্ষমা লাভ এবং পুণ্যকর্ম করার সামর্থ্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই অর্জিত হয়। আমরা যদি তাঁর সাথে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিই তবে আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, উভয় জীবনই সুসজ্জিত হবে

আমাদের প্রতিটি কর্ম এবং প্রত্যেক গতি ও স্থিতি যেন আমাদের এই দাবির সপক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীর মান্যকারী, যার সম্পর্কে ফিরিশতারাও আকাশে বলেছিল, ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

আজ পৃথিবীতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর যে সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা কেবল আঁ হযরত (সা.)-এর দাসত্বের কারণে, তাঁর প্রতি ভালবাসার কারণে, তাঁর সত্য প্রেমিক হওয়ার কারণে।

আমরা যে সব সময় এই অঙ্গীকার করি, 'ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব'- সেই সঞ্জীবনকারীর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করার মাধ্যমে এবং আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে এই প্রতিশ্রুত মাহদীর সাহায্যকারী হওয়া কি আমাদের সব চেয়ে বড় কর্তব্য নয়?

দরূদের প্রকৃত ব্যুতপত্তি যদি আজ পৃথিবীকে শেখাতে পারে তবে তা আহমদীরাই শেখাবে। অতএব এই রমযানে একদিকে যেমন দরূদের প্রতি অধিক মনোযোগ দিন , তেমনি নিজেদের মধ্যে সেই পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন যা এই দরূদ গৃহীত হওয়ার জন্য আবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমার দরজা খোলা আছে, তবে মানুষ যেন আবশ্যিকভাবে সুস্থ সবল থাকতে তওবা করে জীবনের শেষ মুহূর্তে নয়।

রমযানের শেষ দশটি দিনে তুলনামুলক অধিক দরূদ পাঠ এবং তওবা ও ইসতেফার করার গুরুত্ব বর্ণনা এবং তা পাঠ করার উপদেশ।

পাকিস্তানে জামাতে আহমদীয়ার বিরোধিতার কথা দৃষ্টিপটে রেখে আহমদীদের জন্য এবং কোরোনা মহামারি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২৩ শে এপ্রিল ,, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (২৩ শাহাদত, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা রমজান মাস অতিবাহিত করছি আর দুদিন পর শেষ দশকে পদার্পণ করব। মহানবী (সা.) একস্থানে বলেছেন, রমজানের শেষ দশকে আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। (কুনযুল উম্মাল, ৮ম ভাগ, পৃ: ৪৬৩)

অতএব এই দিনগুলোতে আমাদের উচিত বিশেষভাবে নিজেদের ইবাদতগুলোকে সুন্দর করা, দরূদ ও এস্তেগফার পড়া, তওবা করা, দোয়া করা এবং সঠিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা ও মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতিও অনেক বেশি দৃষ্টি দেওয়া, যাতে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে আমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি। রমজান মাসের শেষ দশকে মহানবী (সা.)-এর কীরূপ আদর্শ ছিল আর ইবাদতের মান-ও কেমন ছিল! সাধারণ দিনেও তাঁর ইবাদতের যে মান ছিল তা প্রকাশের ভাষাও আমাদের নেই। কিন্তু রমজান মাসে ইবাদতের চিত্র কেমন ছিল সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি এত বেশি চেষ্টাসাধনা করতেন যে, অন্য সময় এমন দৃষ্টান্ত কখনোই চোখে পড়ত না। (সহী আল বুখারী, কিতাবু ফাযলি লাইলাতিল কাদর, হাদীস-২০২৪)

কাজেই একথা স্পষ্ট যে, তিনি (সা.) কতটা চেষ্টাসাধনা করতেন তা আমাদের চিন্তারও উর্ধ্বে আর হযরত আয়েশা (রা.)ও এসব চেষ্টাসাধনার কথা ঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেন নি যে, সেগুলো কী কী ছিল। কিন্তু এরপরও মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো মহানবী (সা.) তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আর তোমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করতে হবে এবং সেই উচ্চ মানে উপনীত হওয়ার জন্য নিজেদের সাধ্য অনুসারে চেষ্টা করতে হবে যা মহানবী (সা.) আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাহলেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শ্রবণ করবেন এবং আমরা সেই পথের পথিক হব আর সেই লক্ষ্যের দিকে ধাবমান থাকব যা এক মু'মিনের পথ। এটি হলো সেই মর্যাদা যা অর্জনের জন্য একজন মু'মিনের চেষ্টা করা উচিত। কাজেই এই দিনগুলোতে আমাদের উচিত বিশেষভাবে দোয়ায় রত হওয়া।

বর্তমানে আহমদীদের উচিত বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি দেয়া, কেননা বিভিন্ন দেশে, বিশেষত পাকিস্তানে এবং সামগ্রিকভাবে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও জামা'তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপচেষ্টা চলছে। এছাড়া আমাদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার অগ্নি প্রজ্বলিত করা হচ্ছে এবং যে ধরনের অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে তা থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের রক্ষা করুন আর শত্রুদের অনিষ্ট তাদেরই মুখে ছুড়ে মারুন। অনুরূপভাবে (বর্তমানে) যে মহামারি বিস্তৃত রয়েছে, এর কবল থেকেও আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখেন, সেজন্যও দোয়া করা উচিত।

এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মহানবী (সা.) এবং এ যুগে তাঁরই নিবেদিতপ্রাণ দাসের মাধ্যমে দোয়ার প্রতি কেবল দৃষ্টি আকর্ষণই করেন নি বরং তা কবুল হওয়ার পন্থাও শিখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করাও দোয়া কবুল হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় সেসব দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলে থাকে।

(জামে তিরমিযি, আবওয়াবুল বিতর, হাদীস-৪৮৬)

মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করা পরিত্যাগ করেছে, সে জান্নাতের পথ হারিয়ে ফেলেছে।

(ইবনে মাজা, কিতাবু ইকামাতিস সলাত, হাদীস-৯০৮)

অনুরূপভাবে এমন একটি হাদীসও রয়েছে যাতে মহানবী (সা.) বলেন, আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করতে থাক, (কেননা) তোমাদের দরূদ প্রেরণ করা তোমাদের নিজেদেরই পবিত্রতা ও উন্নতির মাধ্যম হয়।

(কুনযুল উম্মাল, ১ম ভাগ, পৃ: ২৪৯)

এছাড়া মহানবী (সা.)-এর আরেকটি উক্তি হলো, যে ব্যক্তি আমার প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে দরূদ প্রেরণ করবে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দশবার দরূদ প্রেরণ করবেন এবং তাকে দশগুণ উন্নতি দান করবেন আর তার খাতায় দশটি পুণ্য লিখে দিবেন।

(কিতাবুস সুনানুল কুবরা লিল নিসাই, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২১-২২)

অতএব এসব রেওয়ায়েতের মাধ্যমে দরূদ শরীফের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায় আর আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী এবং এই বিষয়ের দাবি করি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করেছি তা এ ছাড়া সম্ভব ছিল না, তাই আমাদের উচিত দরূদ শরীফের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং বেশি বেশি দরূদ পাঠের চেষ্টা করা। শুধু এ উদ্দেশ্যে নয় যে, আল্লাহ তা'লা আমাদের দোয়া শুনবেন, বরং স্থায়ী পবিত্রতা যেন আমাদের জীবনের অংশ হয়ে যায়। এ দরূদের মাধ্যমে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত হতে পারি এবং নিজেদের জীবনকে স্থায়ীভাবে পবিত্র করতে পারি আর ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনকারী হতে পারি। এটি যেন শুধু আমাদের দাবি কিংবা বুলিসর্বস্ব কথা না হয় যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে মেনেছি, বরং আমাদের প্রতিটি কর্ম এবং প্রত্যেক গতি ও স্থিতি যেন আমাদের এই দাবির সপক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীর মান্যকারী, যার সম্পর্কে ফিরিশতারাও আকাশে বলেছিল, ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন,১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এই এলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদিন সাইয়্যেদে উলদে আদম ওয়া খাতামান্নাবিঈন'। অর্থাৎ তুমি দরূদ প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি যিনি আদমসন্তানদের সর্দার এবং খাতামুল আম্বিয়া (সা.)। তিনি (আ.) বলেন, এটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, এ সমস্ত মর্যাদা, কল্যাণরাজি ও পুরস্কার তাঁরই কল্যাণে এবং তাঁকে ভালোবাসারই প্রতিদান। তিনি (আ.) বলেন, সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে বিশ্বজগতের এই সর্দারের কতইনা উচ্চ মর্যাদা এবং কেমন নৈকট্য রয়েছে যে, তাঁর প্রেমাস্পদ খোদার প্রেমাস্পদ হয়ে যায় এবং তাঁর সেবক এক বৃহৎ জনগোষ্ঠির সেবাধন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব বরণ করে নেয় সে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সেই মহান মর্যাদা লাভ করে যে, এক বৃহৎ জনগোষ্ঠি তার অধীনে একত্রিত হয়ে দাসত্ব বরণের ঘোষণা দেয়। অতএব আজ পৃথিবীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর যে মর্যাদা রয়েছে, তা তিনি পেয়েছেন মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব বরণের কারণে এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণের ফলে এবং তাঁর সত্যিকার প্রেমিক হওয়ার কারণে। এই ভালোবাসার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে আগমনকারী সেই উম্মতি নবী আখ্যায়িত করেছেন যিনি মহানবী (সা.)-এর কাজকে বিস্তৃতি দিতে এবং এগিয়ে নিতে আর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, এখানে আমার মনে পড়ল, এক রাতে এই অধম এত দরূদ শরীফ পাঠ করি যে, এর ফলে (আমার) হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত সুশোভিত হয়ে যায়। সেই রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, বিশুদ্ধ পানির আকারে, অর্থাৎ স্বচ্ছ ও সুপেয় পানির ন্যায় নূরে পূর্ণ মশক ফেরেশতারা এই অধমের বাড়িতে নিয়ে এসেছে এবং তাদের একজন বলল, এগুলো হলো সেই কল্যাণরাজি যা তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছিলে। এমনই বিস্ময়কর আরেকটি ঘটনা মনে পড়ল আর সেটি হলো, একবার এলহাম হলো যার অর্থ ছিল, উর্ধ্বলোকের ফেরেশতারা বিবাদে লিপ্ত, অর্থাৎ ধর্মকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ঐশী ইচ্ছা উদ্বেলিত, কিন্তু উর্ধ্বলাকে এখনো সেই উজ্জীবকের পরিচয় প্রকাশিত হয় নি, তাই তারা মতোবিরোধে লিপ্ত। এরই মাঝে আমি স্বপ্নে দেখলাম, মানুষ (ধর্মের) একজন সঞ্জীবনকারীর অনুসন্ধান করছে আর এক ব্যক্তি এই অধমের সামনে আসে এবং ইঙ্গিতে বলে, 'হাযা রাজুলুন ইয়ুহিব্বু রাসূলাল্লাহ্'। অর্থাৎ এ হলো সেই ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ভালোবাসে। আর এই কথার অর্থ হলো, সেই পদ লাভের সবচেয়ে বড় শর্ত, অর্থাৎ ধর্মের সঞ্জীবনকারী হওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় শর্ত হলো রসূলপ্রেম। অতএব তা এই ব্যক্তির মাঝে প্রমাণিত।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন,১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯৭-৫৯৮)

অতএব আমরা সেই মসীহ্ এবং মাহদীর মান্যকারী যাকে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রেরণ করেছেন। ইসলামের পুনর্জাগরণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। সমগ্র বিশ্ববাসীকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে একত্রিত করা এবং তাঁর (সা.) দাসত্বে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করেছেন। আর তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় বিভোর হয়ে-ই এই মর্যাদা লাভ করেছেন। আমরা যারা মহানবী (সা.)-এর এই নিষ্ঠাবান প্রেমিকের জামা'তভুক্ত, আমরা যারা সকল উপলক্ষ্যে এই অঙ্গীকার করি যে, আমি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব, আমাদের জন্য কি এটি কর্তব্য এবং অনেক বড় কর্তব্য নয় যে, ধর্মের উক্ত সঞ্জীবনকারীর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, নিজেদের অঙ্গীকার পালন করে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে, সেই মসীহ্ ও মাহদীর সাহায্য ও সহায়তাকারী হব। জগদ্বাসীকে অবগত করব যে, তোমরা যাকে মহানবী (সা.)-এর, নাঊযুবিল্লাহ্, অপমানকারী মনে কর, তিনিই সবচেয়ে বেশি মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসেন। তিনিই মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সেই দরূদ ও সালামের সঠিক জ্ঞান-ব্যুৎপত্তি লাভ করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণকারী। (আর আমরা) তাঁর (সা.) নিষ্ঠাবান দাসের কাছ থেকে সেই দরূদের সঠিক জ্ঞান লাভ করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী। আমরা হলাম তারা, যারা রমজান মাসে কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত দোয়ার প্রতি-ই মনোযোগ প্রদান করি না, বরং আমরা এ নিয়ে উৎকণ্ঠিত থাকি যে, কীভাবে পৃথিবীতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নাম সমুন্নত হবে, কীভাবে তাঁর (সা.) পতাকা পুরো বিশ্বজুড়ে উড্ডীন হবে, কীভাবে মানুষ মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে এসে নিজেদের ইহ ও পরকালকে সুনিশ্চিতকারী হবে, কীভাবে মানুষ তাঁর দাসত্ব বরণকে নিজেদের জন্য গর্বের কারণ মনে করবে, কীভাবে মানুষ ইসলামের নামের সাথে সংযুক্ত হওয়াকে নিজেদের জন্য গর্বের কারণ মনে করবে অর্থাৎ এটি স্বীকার করবে যে এটিই সেই ধর্ম, যা পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। এটিই একমাত্র ধর্ম, যা বান্দাকে খোদা তা'লার সাথে সম্পৃক্ত করার সামর্থ্য রাখে। এটিই সেই ধর্ম, যা দাবি করে যে, আজও মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালোবাসার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মান্যকারীদের দোয়া শুনেন এবং তাদের ডাকে সাড়া দেন। অতএব এটি অনেক বড় এক দায়িত্ব যা আহমদীদের কাঁধে অর্পণ করা হয়েছে। আমাদেরই এখন জগদ্বাসীকে এটি অবহিত করতে হবে। অতএব আমাদের এখন এটি খতিয়ে দেখতে হবে যে, কতটা সততা ও গভীরতার সাথে আমরা এই দায়িত্ব পালন করি আর এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও পুরস্কার থেকে কল্যাণ লাভকারী হই। আমাদেরকে যদি বাস্তবিক অর্থে কিয়ামত পর্যন্ত এসব পুররস্কার ও কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে হয় তাহলে আমাদেরকে ব্যক্তিগতভাবেও আর জামা'তীভাবেও মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে যেতে হবে। যদি আমরা এমনটি করি তাহলে আমরা দেখব যে, শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও তাদের চক্রান্ত আর তাদের আক্রমণ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অকল্পনীয়ভাবে ধ্বংস ও ব্যর্থ হচ্ছে আর আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং শত্রুদের মোকাবিলা করছেন। আমরা দেখব যে, আধ্যাত্মিকভাবেও আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নতির সোপান অতিক্রম করা অব্যাহত রাখবে। আমরা ব্যক্তিগত দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শনও দেখব আর জামা'তী দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শনও দেখতে পাব। এ কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না, কেননা আল্লাহ্ তা'লাররসূল (সা.) আমাদেরকে এর নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও আমার প্রতি দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে যে দোয়া করবে তা তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণকারী দোয়া হবে। কিন্তু শর্ত হলো, আন্তরিকভাবে এবং একনিষ্ঠ হৃদয়ে সেই দরূদ প্রেরণ করতে হবে। মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা উন্নততর করার জন্য হৃদয়ে এক ব্যাকুলতা থাকতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার সমীপে যেন আন্তরিকভাবে দোয়া করা হয়। আর এটি তখনই সম্ভব যদি এই বিষয়টির গভীরতা ও তাৎপর্য জানা থাকে।

এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলে দিতে চাই যে, ব্যাকুলতার সাথে দোয়া তখন উৎসারিত হয় যখন এটা জানা থাকে যে, মানুষ কী দোয়া করছে। কেবল মৌখিকভাবে কিছু শব্দ উচ্চারণ করলেই সেই শব্দগুলোর গভীরতা

ও প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করা যায় না, আর তা হৃদয়ে সেই প্রভাবও বিস্তার করতে পারে না, যা হওয়া দরকার। আর যদি হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি না হয় তবে সেই স্পৃহা ও আবেগও সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টির জন্য মানুষের জানা থাকা প্রয়োজন যে, সে কী দোয়া করছে এবং কেন করছে। লক্ষ-কোটি মানুষ কেবল মুখে-ই দরূদের শব্দগুলো আউড়ে থাকে, কিন্তু তারা জানেই না যে, এর অর্থ কী, দরূদ পাঠে আমাদের লাভ কী এবং মহানবী (সা.)-এর এতে কী কল্যাণ লাভ হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার এই বিষয়টি বর্ণনা করেছিলেন, তার সারসংক্ষেপ আমি এখন উপস্থাপন করছি।

দরূদ শরীফে 'আল্লাহুম্মা সাল্লে' প্রথমে রাখা হয়েছে এবং 'আল্লাহুম্মা বারেক' রাখা হয়েছে পরে। এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা হলো, সালাত শব্দের অর্থ হচ্ছে দোয়া, আর 'আল্লাহুম্মা সাল্লে' এর অর্থ দাঁড়ায়, 'হে আল্লাহ্, তুমি রসূলে করীম (সা.)-এর জন্য দোয়া কর। দোয়াকারী দু'প্রকারের হয়ে থাকে; এক হলো সে, যার কাছে কিছুই থাকে না, সে অন্যের কাছে চায়; দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তির দোয়া, যার নিজের কর্তৃত্ব র য়েছে এবং সে নিজেই দান করে। যখন আমরা খোদা তা'লার সম্পর্কে বলি যে, তিনি দোয়া করেন তখন এর অর্থ দাঁড়ায়- তিনি নিজ সৃষ্টজীব ও সৃষ্ট বস্তুনিচয় যেমন বাতাস, পানি, মাটি, পাহাড়সহ সবকিছুকে নির্দেশ দেন যে, আমার বান্দাকে সহযোগিতা কর। সুতরাং 'আল্লাহুম্মা সাল্লে' কথার অর্থ দাঁড়ায়, হে আল্লাহ্, তুমি প্রত্যেক পুণ্য ও মঙ্গল এবং স্বর্গ-মর্ত্যের প্রতিটি বস্তুসংশ্লিষ্ট কল্যাণরাজি তোমার রসূলের জন্য চাও এবং তাকে সম্মান ও মর্যাদা দান কর, তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি কর। আর এরপর দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা চাইলে সেটির চেয়ে বড় আর কিছু ভাবাই যায় না! আমরা একথা কল্পনাও করতে পারি না যে, আল্লাহ্ তা'লা কী চাইবেন। তাই আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই দোয়া উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তিনি যেন এই ইচ্ছা করেন যে, উচ্চ থেকে উচ্চতর যে মর্যাদা ভাবা যায় এবং যা তাঁর দৃষ্টিতে হয়ে থাকে বা যা তিনি চান- তা যেন তিনি দান করেন। আর 'আল্লাহুম্মা বারেক'-এর অর্থ হলো, হে আল্লাহ্, তুমি মহানবী (সা.) -এর জন্য নিজের রহমত, কৃপারাজি ও পুরস্কাররাজি, যা তুমি তাকে দান করেছ, সেগুলোকে এতটা বৃদ্ধি কর যেন সমগ্র জগতের যাবতীয় রহমত ও বরকতরাজি তার (সা.) জন্য একত্রিত হয়ে যায়। অতএব প্রথমত আল্লাহ্ তা'লা যা চাইবেন তা দান করবেন; আর তিনি কী চাইবেন তা-ও আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। এরপর তিনি তাতে এত বরকত দিবেন আর এমনভাবে তা বৃদ্ধি করতে থাকবেন যে, তা একেবারেই আমাদের কল্পনাতীত! সুতরাং তাঁর (সা.) জন্য যখন এই সমস্ত কিছু, অর্থাৎ এই বিষয়সমূহ ও দোয়াসমূহ সমবেত হবে, আর সেগুলো অব্যাহত রাখার জন্য আমরাও দোয়া করব, তখন মহানবী (সা.)-এর নিজ উম্মতের জন্য কৃত দোয়াসমূহ হতে আমরাও অংশ পাব। যখন আমরা ব্যাকুল হৃদয়ে তার (সা.) ধর্মের উন্নতি এবং সমগ্র পৃথিবীতে তার (সা.) শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দোয়া করব, তখন খোদা তা'লা আমাদেরকেও সেই দোয়ার অংশীদার করে দরূদের মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত করবেন, কেননা এতে একইসাথে উম্মতের জন্যও দোয়া রয়েছে। যে বীজ আমরা বপন করব তার ফল আমরাও উপভোগ করব, কারণ 'সাল্লে' একটি বীজস্বরূপ এবং 'বারেক' হলো তার ফলস্বরূপ।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৭ম খণ্ড , পৃ: ৭৭-৭৮)

কিন্তু শর্ত হলো, এই সবকিছু যেন আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে আর নিষ্ঠাপূর্ণ সংকল্প নিয়ে করা হয়; মহানবী (সা.)-এর আনীত শিক্ষা যেন পালন করা হয়; হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ (আল্লাহ্র প্রাপ্য ও স ৃষ্টজীবের প্রাপ্য) প্রদানের দিকে যেন মনোযোগ থাকে; আমরা যেন প্রকৃত অর্থেই 'আ লে মুহাম্মদ' হওয়ার দায়িত্ব পালনকারী হই। এমনটি যেন না হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের নামে অত্যাচার করা হবে এবং একইসাথে দরূদ পাঠ করে বলব, আমরা যেন সেই কল্যাণরাজিও লাভ করি যা দরূদ পাঠকারীরা লাভ করে থাকে। আইন ভঙ্গ করে, জনগণকে কষ্টের মাঝে ফেলে এরপর একথা বলা যে, আমরা রসূলপ্রেমিক এবং তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী; এজন্য আমাদেরকে যেন কিছু না বলা হয়, রাস্তা অবরোধ করলাম, রোগীরা হাসপাতালে যেতে পারলো না, আর আমরা যেহেতু আল্লাহ্ ও রসূলের নামে এসব করছি; সুতরাং আমরা সঠিক! অতএব এই কার্যকলাপ আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের নির্দেশের স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ অবাধ্যতা বৈকি। আল্লাহ্ তা'লাও কখনো এর অনুমতি দেননি এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)ও এর অনুমতি দেন নি। এমন লোকদের দরূদ কোন কল্যাণও বয়ে আনে না। এটি তো মহানবী (সা.) এর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির পরিবর্তে তা খাট করার এক হীন প্রচেষ্টা। ইসলামকে দুর্নাম করার একটি অপচেষ্টা মাত্র। আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের নামে অন্যায়-অত্যাচার করা হলে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তিও কঠোর হয়ে থাকে- একথাও সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

সুতরাং আজ যদি দরূদের প্রকৃত উপলব্ধি বা ধারণা বিশ্বের কাছে কারো উপস্থাপন করতে হয়, তাহলে আহমদীদেরই তা উপস্থাপন করতে হবে। তাই এই রমজানে যেখানে দরূদের প্রতি অধিক মনোযোগ দিবেন, সেখানে নিজেদের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টিরও চেষ্টা করুন যা এই দরূদ গৃহীত হওয়ার জন্য আবশ্যক। আর যদি তা গৃহীত হয় তাহলে মানুষই তা থেকে লাভবান হয়, তার দোয়াসমূহ গৃহীত হয়, তার আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত হয়। রসূলপ্রেমে প্রকৃত অর্থে উন্নতি করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত নৈকট্য লাভ করে এবং খাঁটি দরূদ মহানবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর উম্মতের উন্নতির কারণ হয়। দরূদ শরীফের গুরুত্বের ধারণা এই বিষয়টি থেকেও করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও মু'মিনদেরকে বলেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

(সূরা আহযাব: ৫৬)

অতএব তাঁর (সা.) প্রতি দরূদের গুরুত্ব এত বেশি যে, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর ফিরিশতারাও রসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ বর্ষণ করেন।

এখানে এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা'লার দোয়া কী? আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর (সা.) পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে চলেছেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য উপকরণ সরবরাহ করে চলেছেন। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের ওপর এই দায়িত্ব অর্পন করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার উক্ত নির্দেশের ওপর প্রকৃত আমলকারী হয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। এতে তোমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হবে এবং ফিরিশতাদের দোয়া থেকেও কল্যাণ লাভ করবে। কারণ ফিরিশতারা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে তখন এর কল্যাণ তাঁর প্রকৃত উম্মত ও মান্যকারীরাও লাভ করবে। এই কল্যাণ লাভের পর কৃতজ্ঞতার দাবি হলো, আমরা যেন পূর্বের চেয়ে অধিক দরূদ প্রেরণকারী হই। আর এই দরূদ ও কৃতজ্ঞতা এমন এক অফুরাণ ধারা, যা একজন খাঁটি মু'মিনকে কল্যাণমণ্ডিত করতে থাকে।

হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এক স্থানে বলেন,

আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা দেখুন! তিনি সর্ব প্রকার পাপাচারমূলক আন্দোলনের মোকাবিলা করেছেন। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু কোন পরোয়া করেননি। এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

(সূরা আহযাব: ৫৬) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর সকল ফিরিশতা রসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা এ নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, রসূলে করীম (সা.)-এর কর্ম এমন (উন্নততর) ছিল যে, খোদা তা'লা সেগুলোর প্রশংসা বা সেগুলোর বৈশিষ্ট্যের সীমাপরিসীমা বেধে দেওয়ার জন্য কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন নি। শব্দ তো পাওয়া যেত, কিন্তু স্বয়ং তা ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ তাঁর (সা.) পুণ্যকর্মের প্রশংসা ছিল সীমাহীন। তা আয়ত্ব করা কঠিন ছিল বা আয়ত্বের বাইরে ছিল। এ ধরনের কোন আয়াত অন্য কোন নবী সম্পর্কে ব্যবহার করা হয় নি। তাঁর (সা.) আত্মায় সেই নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা ছিল এবং তাঁর (সা.) কর্ম খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এতই পছন্দনীয় ছিল যে, খোদা তা'লা চিরতরে আদেশ দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে মানুষ যেন কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭-৩৮)

মোটকথা এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অবশেষে আমাদের জন্যই কল্যাণপ্রদ হবে। আল্লাহ্ তা'লা এ রমজানে এবং পরবর্তীতেও আমাদেরকে সর্বদা দরূদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণের সৌভাগ্য দিন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

দ্বিতীয় যে বিষয়ের দিকে আমি এই মূহুর্তে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো, "ইস্তেগফার"। "আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" তথা আমি সকল পাপ থেকে আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই, যিনি আমার প্রভূ প্রতিপালক আর তওবা করে তাঁর-ই প্রতি বিনত হচ্ছি। এটি এমন এক দোয়া যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে বলেন:

ইস্তেগফারের সঠিক এবং প্রকৃত অর্থ হলো, খোদা তা'লার সমীপে নিবেদন করা যে, মানবীয় কোন দুর্বলতা যেন প্রকাশ না পায় আর খোদা তা'লা যেন মানব প্রকৃতিকে নিজ শক্তি থেকে শক্তি জোগান আর স্বীয় সুরক্ষা ও স্বাতন্ত্রতার গণ্ডিতে স্থান প্রদান করেন। এই শব্দটি 'গাফারা' থেকে নেওয়া, যার অর্থ 'ঢেকে ফেলা'। অতএব এর অর্থ দাঁড়ায়, খোদা নিজ শক্তিবলে ইস্তেগফারকারী ব্যক্তির মানবীয় দুর্বলতা যেন ঢেকে দেন। পরবর্তীতে সর্বসাধারণের জন্য এই শব্দের অর্থকে আরো ব্যাপকতা দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এটিও হতে পারে যে, যে পাপ সংঘটিত হয়ে গেছে, খোদা যেন তা ঢেকে দেন। তবে সঠিক এবং প্রকৃত অর্থ হলো, খোদা যেন নিজ ঐশী শক্তিবলে 'মুস্তাগফের' তথা ইস্তেগফারকারীকে তার প্রকৃতিগত দুর্বলতা থেকে রক্ষা করেন এবং নিজ শক্তিমত্তা থেকে শক্তি দান করেন আর নিজ জ্ঞান থেকে জ্ঞান দান করেন আর নিজ আলো থেকে আলো দান করেন, কেননা মানুষকে সৃষ্টি করে খোদা তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান নি, বরং তিনি যেভাবে মানুষের স্রষ্টা এবং মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল শক্তিবৃত্তির স্রষ্টা তেমনিভাবে তিনি মানুষের জন্য স্থিতিদাতাও বটে। (অর্থাৎ যা কিছু তিনি বানিয়েছেন, তাকে নিজ বিশেষ আশ্রয় ও অবলম্বনের মাধ্যমে সুরক্ষাকারী ও স্থিতিদানকারী।) খোদা তা'লার নাম স্থিতিদাতা, অর্থাৎ নিজ আশ্রয়ে সৃষ্টিকে স্থিতি দানকারী, তাই মানুষের জন্যও আবশ্যক যে, মানুষ যেভাবে খোদা তা'লার স্রষ্টাগুণে সৃষ্ট, ঠিক সেভাবে মানুষ যেন খোদা তা'লার স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার গুণের মাধ্যমে নিজের সৃষ্টিগত ছাপকে বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা করে। অতএব মানুষের জন্য এ এক স্বাভাবিক প্রয়োজন ছিল যার জন্য 'ইস্তেগফার' করার নির্দেশ রয়েছে। এ দিকেই পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম"। (সূরা বাকারা: ২৫৬) অতএব তিনি স্রষ্টাও আর কাইয়ুম তথা স্থিতিদাতাও বটে। মানুষের জন্মের মাধ্যমে সৃষ্টি করার কাজ সমাপ্ত হলো কিন্তু 'কাইয়ুমিয়াত' তথা স্থিতিশীলতার কাজটি স্থায়ী কাজ, তাই স্থায়ী 'ইস্তেগফার'-এর প্রয়োজন দেখা দেয়। নিজ অবস্থাকে বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য মানুষ যখন স্থায়ীভাবে 'ইস্তেগফার' করে তখন আল্লাহ্ তা'লার 'কাইয়ুমিয়াত' গুণটি কার্যকর হয়। মোটকথা খোদা তা'লার প্রত্যেক সিফত তথা গুণের একেকটি কল্যাণ রয়েছে আর স্থায়ীত্ব ও স্থিতিশীলতার কল্যাণ লাভের জন্য ইস্তেগফারের গুণ থাকা আবশ্যক। এ দিকে সূরা ফাতেহার উক্ত আয়াতেও ইঙ্গিত বিদ্যমান তথা 'ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাইন' অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকটই এই বিষয়ে সাহায্য চাই যে, তোমার কাইয়ুমিয়াত এবং প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য যেন আমাদের সাহায্য করে আর আমাদেরকে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করে, যেন কোন কারণে আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ না পেয়ে যায় আর আমরা ইবাদতে অক্ষম না থেকে যাই।

(আসমাতে আম্বিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৬৭৪-৬৭২)

সুতরাং ইবাদত করার জন্য, শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা লাভের জন্য এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য ইস্তেগফার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যক বিষয়। শুধু এটি নয় যে, পাপ সংঘটিত হলেই কেবল 'ইস্তেগ্ফার' করবে। নিঃসন্দেহে তখনও 'ইস্তেগফার' ও 'তওবা' করা অত্যন্ত জরুরী, কেননা ভবিষ্যৎ পাপ থেকে দূরে রাখা এবং বিগত গুনাহ্ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন আর তা 'ইস্তেগ্ফার'-এর মাধ্যমে লাভ হয়। সুতরাং পাপ সংঘটিত হোক বা না হোক উভয় অবস্থাতেই ইস্তেগ্ফার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শয়তান তো আমাদের পথে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ স্বীয় চেষ্টায় তার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না। মানুষ যদি বলে যে, 'আমি নিজ চেষ্টায় তার থেকে রক্ষা পেয়ে যাব' তাহলে তা সম্ভব নয়। এর একটিই উপায়, আর তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য যাচনা করা আর আল্লাহ্ তা'লা বলেন 'আমার সাহায্য লাভের জন্য এবং আমার নিকট সাহায্য চাওয়ার জন্য তোমরা অনেক বেশী 'ইস্তেগফার' কর। এটিই তোমাদেরকে ভবিষ্যতে শয়তানী আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখবে এবং বিগত পাপসমূহের ক্ষমা লাভেরও মাধ্যম হবে। মানুষ যেহেতু দুর্বল তাই তার জন্য ইস্তেগফার একান্ত আবশ্যক, কেননা ইস্তেগফার মানবীয় দুর্বলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শক্তি জুগিয়ে থাকে এবং শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শক্তি প্রদান করে। সুতরাং অনবরত ইস্তেগফার আল্লাহ্ তা'লার 'কাইয়ুমিয়াত' অর্থাৎ 'চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা' বৈশিষ্ট্যকে সক্রিয় করবে এবং ইস্তেগফারকারীকে সকল পাপ থেকে রক্ষা করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা তো তাঁর দিকে আগমনকারীকে নিজের ক্রোড়ে স্থান দেন। যে ব্যক্তি পাপ করার পর তওবা করে আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হয় আল্লাহ্ তা'লা তার তওবা গ্রহণ করেন। আর যে ব্যক্তি পাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য ও শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার দিকে ধাবিত হয়, আল্লাহ্ তা'লা তার ইস্তেগফার গ্রহণ করেন। তাকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও ক্ষমার পরিধি কত বিস্তৃত সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন যে, তা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.) এক ব্যক্তির গল্প শুনিয়েছেন যে, সে নিরানব্বইটি খুন করেছে। পরিশেষে তার অনুশোচনা হয় এবং সে তওবা করতে চায়। সে একজন আলেম অর্থাৎ জ্ঞাণী ব্যক্তির নিকট যায় এবং তার নিকট তওবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। সেই ব্যক্তি বলে, 'এত পাপ করে ও এতগুলো খুন করে তুমি কীভাবে ক্ষমা পেতে পার!' তখন সেই আলেমকেও সে হত্যা করে, আর এভাবে তার একশ'টি খুন পূর্ণ হয়। শততম খুনটি করার পর তার মধ্যে আবার অনুশোচনা জাগে যে, এ আমি কি করলাম! এরপর সে আরেকজন বড় আলেমের নিকট যায় এবং তাকে সব খুলে বলে। সে বলে, 'আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তওবার দরজা চির অবারিত। তুমি যদি সত্যিকারের তওবা করতে চাও তাহলে অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে লোকেরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে, ধর্মের কাজে ব্যস্ত থাকবে; তুমিও তাদের সাথে যোগ দিও, কিন্তু স্মরণ রাখবে যে নিজ এলাকাতে কখনো প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। প্রকৃত তওবা হলো, পুরোনো সম্পর্ক এবং পুরোনো বিষয়, যা পাপের কারণ, তা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। প্রকৃত তওবা এটিই যে, পুরোনো এলাকায়, অর্থাৎ পাপের ভূমিতে ফিরে আসা যাবে না। সুতরাং সেই ব্যক্তি সেই স্থানের দিকে রওয়ানা হয়। অর্ধেক পথ অতিক্রম করা মাত্রই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর রহমত ও আযাবের ফেরেশ্তা এসে উপস্থিত। তারা নিজেদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, 'এই ব্যক্তিকে আমরা সাথে নিয়ে যাব'। রহমতের ফিরিশ্তা বলে, এই ব্যক্তি যেহেতু তওবা করেছে তাই সে জান্নাতে যাবে। আযাব অর্থাৎ শাস্তির ফিরিশ্তা বলে 'সে তার জীবনে কোন পুণ্য করে নি, কোন ভালো কাজ করে নি, এটি কীভাবে হতে পারে যে, সে জান্নাতে যাবে? সে ক্ষমা লাভ করতে পারে না। সেখানে একটি (টানাপোড়েনের) অবস্থা সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে তৃতীয় এক ফিরিশতাও সেখানে আসে, যে তৃতীয় পক্ষ বা সালিস হয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, সে যে অঞ্চল থেকে আসছে আর সে যেদিকে যাচ্ছে- উভয় দিকের দূরত্ব মেপে নাও। এই মাপ অনুসারে সে যে অঞ্চলের অধিকতর নিকটবর্তী হবে তাকে সেখানেই নিয়ে যাবে। তারা দূরত্ব মেপে দেখে যে, পাপ থেকে তওবা করার এবং পুণ্য কাজ করার জন্য যেদিকে সে যাচ্ছিল সেই এলাকা অধিকতর নিকটবর্তী ছিল। ফলে রহমতের ফিরিশতা তাকে জান্নাতে নিয়ে যায়। (সহী মুসলিম, কিতাবুত তওবা, হাদীস-৭০০৮)

তো এটা হলো আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমার ব্যবহার; চরম অত্যাচারী ও খুনীও যখন সুস্থ-সবল অবস্থায় তওবা করেছে, তাকে ক্ষমা করে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আজকাল অনেক শিশু-কিশোর ও যুবকরাও এই প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ কতটা ক্ষমা করেন? এই হাদীস হতে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা যেমনটি বলেছেন, আমি তওবা কবুল করি এবং আমার

রহমত অনেক ব্যাপক; সুতরাং ক্ষমার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু শর্ত হলো, মানুষ যেন সত্যিকার অর্থে তওবা করে। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, খোদার কসম! আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দার তওবা করায় এতটা আনন্দিত হন, যতটা আনন্দিত সেই ব্যক্তিও হয় না যে গহীন জঙ্গলে নিজের হারিয়ে যাওয়া উট খুঁজে পায়।

(সহী আল বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, হাদীস-৬৩০৯)

আল্লাহ্ তা'লার দিকে যে অগ্রসর হয় আল্লাহ্ও তার দিকে অগ্রসর হন। মহানবী (সা.) বলেছেন, (আল্লাহ্ তা'লা বলেন) কেউ যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তার দ্বিগুণ বা দুহাত তার তার দিকে অগ্রসর হই; সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে ছুটে যাই।

(সহী আল বুখারী, কিতাবুত তওহীদ, হাদীস-৭৪০৫)

অতএব, নিজেদেরকে পাপ থেকে মুক্ত রাখতে এবং নিজেদের পাপসমূহ ক্ষমা করানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচা আমাদের কাজ। আল্লাহ্ তা'লা এই মাসকে বিশেষভাবে এ কাজের জন্যই আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। এ থেকে উপকৃত হোন।

হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তওবা ও মাগফিরাতের বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে একস্থানে বলেন,

স্মরণ রাখা উচিত, তওবা ও ক্ষমাকে অস্বীকার করা মূলত মানবীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দেওয়ারই নামান্তর। কেননা, একথা সর্বজনবিদিত আর সবার কাছে স্পষ্ট যে, মানুষ নিজ সত্তায় কামেল বা সম্পূর্ণ নয়, অর্থাৎ নিজ সত্তায় পরিপূর্ণ নয়, বরং সে পূর্ণতার মুখাপেক্ষি। আর যেভাবে মানুষ নিজ বাহ্যিক অবস্থায় জন্মগ্রহণের পর ধীরে ধীরে নিজের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে, সে আলেম-ফাযেল হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, তেমনিভাবে মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে বোধবুদ্ধি লাভ করে তখন তার চারিত্রিক অবস্থা খুবই অধঃপতিত থাকে। যেমন কমবয়স্ক বালকদের অবস্থা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ বালক তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঝগড়ার সময়ও অন্য বালকদের মারতে উদ্যত হয়। এছাড়া কথায় কথায় মিথ্যা বলা, অন্য শিশুদের গালি দেয়ার অভ্যাস প্রকাশ পায়। অনেকের মাঝে আবার চুরি, চোগলখুরী, হিংসা ও কৃপণতার বদঅভ্যাসও থাকে। এরপর যখন যৌবনের উন্মাদনা দেখা দেয় তখন 'নফসে আম্মারা' তাদের ওপর ভর করে এবং প্রায়শই এমন অশোভনীয় ও অকথ্য কায্যকলাপ তাদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে যায় যা সুস্পষ্ট পাপ ও দুষ্কর্মের অন্তর্গত। সারকথা হলো, অধিকাংশ মানুষের প্রাথমিক জীবন নোংরা পর্যায়েরই হয়ে থাকে, আর এরপর যখন সৌভাগ্যবান মানুষ প্রাথমিক জীবনের প্রবল বন্যা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন সে নিজ খোদার প্রতি মনোযোগী হয় আর সত্যিকার তওবা করে অসৎকর্ম হতে বিরত হয় এবং নিজ স্বভাব ও প্রকৃতির পোশাককে পবিত্র করার চিন্তা করে। এটি মোটের ওপর মানুষের জীবনের চিত্র যা মানুষকে অতিক্রম করে আসতে হয়। অতএব এথেকে স্পষ্ট, যদি একথাই সত্য হয়ে থাকে যে, তওবা গৃহীত হয় না, তাহলে স্পষ্ট প্রমাণিত হবে- কাউকে নাজাত বা মুক্তি দানের ইচ্ছাই আল্লাহ্ তা'লার নেই।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩ তম খণ্ড, পৃ: ১৯২-১৯৩)

আর এটি হতে পারে না, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তো বলেন যে, আমি নাজাত বা মুক্তি দিতে চাই।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, "আরবী ভাষায় প্রত্যাবর্তন করাকে তওবা বলা হয়। এজন্যই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার নামও 'তাওওয়াব' অর্থাৎ অনেক বেশি প্রত্যাবর্তনকারী- এর অর্থ হচ্ছে মানুষ যখন পাপ পরিত্যাগ করে বিশুদ্ধচিত্তে খোদা তা'লার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে তখন খোদা তা'লা তার চেয়ে আরও অধিক তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন। আর এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির নিয়মসম্মত একটি বিষয়। কেননা, খোদা তা'লা মানুষের প্রকৃতিতে এ বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন রেখেছেন যে, একজন মানুষ যখন আন্তরিকভাবে অন্যজনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, তখন তার হৃদয়ও প্রত্যাবর্তনকারীর জন্য কোমল হয়ে যায়। তাই বিবেক এটি কীভাবে গ্রহণ করতে পারে যে, বান্দা নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে খোদা তা'লার প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে, কিন্তু খোদা তার প্রতি ফিরেও তাকাবেন না। [মানুষ পরস্পরের সাথে এরূপ ব্যবহার করে, এটাই মানুষের প্রকৃতি; কিন্তু খোদা তা'লা সম্পর্কে একথা বলা যে, মানুষ প্রত্যাবর্তন করলেও তিনি ফিরে তাকাবেন না- এটি হতে পারে না।] তিনি (আ.) বলেন, বরং খোদা, যিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং কৃপালু সত্তা, তিনি বান্দার প্রতি অনেক বেশি প্রত্যাবর্তন করেন বা সদয় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। [তিনি (আ.) বলেন, আসল বিষয় হলো, খোদা তা'লা তো খুবই দয়ালু ও কৃপালু, তিনি অনেক বেশি বান্দার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন।] এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার নাম 'তাওওয়াব' রাখা হয়েছে অর্থাৎ অনেক বেশি প্রত্যাবর্তনকারী। অতএব বান্দার প্রত্যাবর্তন অনুশোচনা, অনুতাপ, বিনয় ও নম্রতার সাথে হয়ে থাকে, আর খোদা তা'লার প্রত্যাবর্তন হয় দয়া ও ক্ষমার মাধ্যমে। খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্যের মাঝে যদি রহমত বা দয়া না থাকত, তাহলে কেউ-ই মুক্তি লাভ করতে পারত না। পরিতাপ! এসব মানুষ খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্যে অভিনিবেশ করে নি এবং সব কিছুর ভিত্তি রেখেছে নিজেদের আমল এবং কর্মের ওপরে। কিন্তু সেই খোদা, যিনি কারো কোন কর্ম ছাড়াই হাজার হাজার নিয়ামত মানুষের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বৈশিষ্ট্য কি এমন হতে পারে যে, প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল মানুষ যখন নিজের ঔদাসীন্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আর এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করে যেন সে মরেই যায়, আর পূর্বের অপবিত্র আলখেল্লা নিজের দেহ থেকে খুলে ফেলে এবং তাঁর ভালোবাসার অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়- তারপরও খোদা তার প্রতি সদয় দৃষ্টি দেবেন না? এর নামই কি খোদার প্রাকৃতিক বিধান?

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩ তম খণ্ড, পৃ: ১৩৩-১৩৪)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লার আশিস ও কৃপার দ্বার কখনো রুদ্ধ হয় না। মানুষ যদি বিশুদ্ধচিত্তে এবং নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তিনি তো গাফূরুর্ রহীম (অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) আর তওবা গ্রহণকারী। এমনটি ভাবা যে, আল্লাহ্ কোন কোন পাপীকে ক্ষমা করবেন- এটি খোদার দৃষ্টিতে চরম ধৃষ্টতা ও অশিষ্টাচার। তাঁর দয়ার ভাণ্ডার ব্যপক এবং সীমাহীন। তাঁর কাছে কোন কিছুরই ঘাটতি নেই, তাঁর দুয়ার কারো জন্য বন্ধ হয় না। (বিষয়টি) ইংরেজদের চাকরীর মতো এমন নয় যে, এত উচ্চশিক্ষিতরা কোথায় চাকরী পাবে? খোদার সন্নিধানে যত লোক যাবে সবাই উন্নত মর্যাদা লাভ করবে, এটি এক নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। সেই ব্যক্তি বড়ই হতভাগা ও দুর্ভাগা; যে খোদা তা'লা সম্পর্কে নিরাশ হয় আর ঔদাসীন্যের মাঝেই তার অন্তিম মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়; নিঃসন্দেহে তখন (তওবার) দ্বার বন্ধ হয়ে যায়।"

(মালফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৯৬-২৯৭)

কাজেই, আল্লাহ্র তা'লার ক্ষমার দ্বার উন্মুক্ত। তবে মানুষের সুস্থাবস্থায় তওবা করা উচিত, অন্তিম নিঃশ্বাসের সময় নয়। অতএব, এ দিনগুলোতে আমাদের অনেক বেশি তওবা ও ইস্তেগফার করা উচিত, কেননা এই রমজান মাস দোয়া কবুল হওয়ার মাস, আর এর শেষ দশক জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভের সময়। পাপ থেকে ক্ষমা লাভ এবং পুণ্যকর্ম করার সামর্থ্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই অর্জিত হয়। আমরা যদি তাঁর সাথে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিই তবে আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, উভয় জীবনই সুসজ্জিত হবে। আমি যেমনটি বলেছিলাম, কোন কোন স্থানে আমাদের আহমদীদের জীবনযাপনকে মারাত্মকভাবে কষ্টসাধ্য করে তোলা হচ্ছে। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের কেবল একটিই পন্থা, আর তা হলো, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করি। আল্লাহ্ তা'লার সাথে যদি একবার আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং আমাদের দরূদ ও ইস্তেগফার যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়, তাহলে শত্রুদের হাজারো অপচেষ্টা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যদি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে জাগতিক কোন উপায় আমাদের উপকারে আসবে না, কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা আমাদের কাজে লাগবে না। সুতরাং আমাদের উচিত, খোদা তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করা।

রমজানের দোয়ায় বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যেও কাকুতিমিনতি করুন। আমি যেভাবে বলেছি, অনেক স্থানে আহমদীদের অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হচ্ছে, আহমদীরা ভয়াবহ সমস্যার শিকার। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে তাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন। পাকিস্তানের আহমদীরা বিশেষভাবে এই দিনগুলোতে নিজেদের জন্য এবং জামা'তের জন্যও অনেক বেশি দোয়া করুন। একইসাথে বর্তমানে করোনা মহামারির যে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে- তা থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্যও বেশি বেশি দোয়া করুন; আল্লাহ্

আমি বিশেষভাবে এজন্যও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা আমাদের হেসেন প্রদেশের জন্য এবিষয়টি সম্ভব করে দেখিয়েছেন যেখানে এই প্রদেশের স্কুলগুলিতে ইসলামি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আর এ বিষয়ে জামাত আহমদীয়া আমাদের সঙ্গে অসামান্য সহযোগিতা করেছে।

আপনারা যখন এখানে খোদার ঘর বানিয়েছেন, তখন এর অর্থ হল আপনারা নিজেদের জন্য ভাল অনুভব করছেন আর মসজিদ নির্মাণ করেছেন। অতএব, একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের যা কিছু পাওয়ার, আপনাদেরকে সেই সব কিছু অধিকার প্রদান করা সরকারের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

আপনারা প্রতি বছরের শুরুতে হেসেন প্রদেশের সর্বত্র সাফাই অভিযান পরিচালনা করেন আর বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে অংশগহণ করেন। আর এভাবে মানুষের সেবা করেন।

জামাত আহমদীয়া এখন জার্মানীর অবিচ্ছেদ্য অংশ আর হেসেন প্রদেশের অংশ, আমাদের জেলার অংশ। যদি কোন প্রতিবেশী অভিযোগ করে যে এই হঠাৎ করে এতগুলি গাড়ি একত্রিত হয়ে পড়েছে, তবে আপনারা মোটেই ঘাবড়ে যাবেন না। মনে করবেন ইনট্রিগেশন প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে আর আপনারা আমাদের এই শহরের অংশ হয়ে উঠেছেন। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। এরপর হুযুর আনোয়ার নিজের বক্তব্য প্রদান করেন।

হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

তাশাহুদ এবং তাউযের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: আল হামদোলিল্লাহ। আজ ফ্রিডবার্গের জামাত এই মসজিদটি উদ্বোধনের তৌফিক লাভ করছে। একজন বক্তা তাঁর বক্তব্যে একথা ব্যক্ত করেছেন যে জামাত আহমদীয়ার জন্য এটি আনন্দের দিন হবে। নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য আনন্দের দিন, কেননা আজ আমরা এই শহর, এখানে বসবাসকারী আহমদীদেরকে এক খোদার ইবাদতের জন্য একটি ঘর ও স্থান পেয়েছি।এখানে পাঁচ ওয়াক্ত এসে নামায পড়ত পারব। এর নাম রাখা হয়েছে মসজিদ দারুল আমান। এই মসজিদ একদিকে আমাদের জন্য যেমন জায়গার ব্যবস্থা করে দিল,তেমনি এখানে আগমণকারীরা শান্তি ও নিরাপত্তা সন্ধান করে, যেমনটি এর নাম থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে। কেননা খোদা তা'লা, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তার সৃষ্ট জীবের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা চান। আর এটিই এই মসজিদের উদ্দেশ্য। আর এই মসজিদে আগমণকারী ব্যক্তিই যে কেবল শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে তা নয়, এর নাম থেকেও প্রকাশ পাচ্ছে এই মসজিদ এই এলাকার মানুষের জন্য, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য এবং ধর্ম মত নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এটিই হল মসজিদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইনশাআল্লাহ্ এই উদ্দেশ্য এখানে আগমণকারীরা পূর্ণ করার চেষ্টা করবে।

এখানে ইন্টিগ্রেশনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে মানুষ যখন কোন স্থানে নিজের ঘর বানায়, তখন এর অর্থ সে সেখানে ইন্টিগ্রেটেড হচ্ছে বা হতে চায় বা সেই সব লোকদেরকে নিজেদের মধ্যে একীভূত করতে চায়। কিন্তু আমার মতে ইন্টিগ্রেশনের এর থেকেও গভীরতর অর্থ আছে। যেখানে বা যে শহরে আপনি বাস করেন সেখানকার জন্য আপনার মনে ভালবাসা ও অনুরাগ তৈরী করা এবং সেখানকার উন্নতির ও সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করাও ইন্টিগ্রেশন। আর এটিই জামাত আহমদীয়ার লক্ষ্য। জামাতের বাইরে থেকে আসা অভিবাসীরা যখন কোনও স্থানে বসবাস আরম্ভ করে-যেমন এখানে জন্ম নেওয়া শিশুরা জার্মান নাগরিক, তাই তাদের ইন্টিগ্রেশনের এই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করা উচিত যে আমরা যে দেশে বাস করি, তার সেবা করতে হবে, উন্নতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে, এর সমৃদ্ধির জন্য নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর যখন এমনটি হবে,তখনই আমরা বলতে পারব যে আমরা এই জাতিতে, এদেশে সঠিকভাবে ইন্টিগ্রেট হয়েছি। অন্যথা বাহ্যত ঘর তৈরী করলেই সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না। কাজেই এটিই আমাদের শিক্ষা যা অনুশীলনের চেষ্টা আমরা করে থাকি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়া শান্তি প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। পূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি যে, মসজিদের নাম দারুল আমান। অর্থাৎ যেখানে শান্তির নিরাপত্তা পাওয়া যায়। এই মসজিদে ইবাদতকারীদেরকে একদিকে যেমন উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করতে হবে, তেমনি প্রত্যেক আগমণকারীর মুখের কথাতেও এবং কাজের মধ্যেও অপরের প্রতি ভালবাসা ও শান্তির আভা যেন ফুটে ওঠে। এমনটি হলে তবেই মানবতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে যা যুগের প্রয়োজন আর বর্তমান যুগের জন্য তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমরা চারিদিকে দেখছি যে, পৃথিবীতে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। আর এই অরাজকতা দূর করতে প্রয়োজন ভালবাসার। ভালবাসার পরই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমরা আহমদীদের মাধমে পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি প্রদর্শিত হয়। আর যেমনটি এখানে পূর্বেও করতে থেকেছি আর ভবিষ্যতেও করতে থাকব। ইনশাআল্লাহ॥

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলামী শিক্ষার আলোকেই জামাত আহমদীয়া আমাদের শিক্ষা দিয়েছে অপরের দুঃখকে হৃদয়াঙ্গম করার, যাতে আমরা সঠিক অর্থে ভালবাসা ছড়িয়ে দিতে পারি। কেবল আমাদের দাবিই যেন না থাকে, আমাদের মৌখিক দাবি না থাকে। যখন আমরা বুঝব যে বেদনা কি জিনিস, আর বেদনা দূর করার চেষ্টা করব,তখন এটিই আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে ভালবাসতে শেখাবে আর এরই মাধ্যমে তখন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

কুরআন করীম আমাদের এই শিক্ষাও দিয়েছে যে অপরের প্রতিমাদেরকে তোমরা দোষারোপ করো না। কেননা প্রত্যুত্তরে তারাও তোমাদের খোদাকে গালমন্দ করবে। আর তারা খোদাকে গালমন্দ করলে তোমরা তাদের গালমন্দে প্ররোচনাদানকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।কেননা কারো প্রতিমাকে দোষারোপ করে তুমিই এই বিবাদের জন্ম দিয়েছ। আর এখন সে উত্তরে খোদাকে গালমন্দ করছে। এই পাপের ভাগীদার তুমিও। দ্বিতীয়ত তোমরা যখন দোষারোপ করবে আর প্রত্যুত্তরে তারাও দোষারোপ করবে। আর এর ফলে বিবাদ-বিশৃঙ্খলার বাড়তে থাকবে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তে সেখানে অরাজকতা বিরাজ করবে।

কাজেই এই শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা শান্তি ও ভালবাসার বাণী পৃথিবীতে প্রচার করছি। এখন তো মসজিদ তৈরী হয়ে গেল, এর আগেও আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে, আর সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি আপনাদের এখানে আজ হচ্ছে। আপনারা এতগুলো মানুষ যে এখানে বসে আছেন, আপনাদের মনে এই ধারণা যে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে আহমদীরা স্নেহপরায়ণ এবং আপনাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়- একথা আমার পূর্বের বক্তারাও উল্লেখ করেছেন। কাজেই একথা আহমদীরা আগে থেকে প্রকাশ করছে,আর যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, এর প্রমাণ হল আপনাদের উপস্থিতি। এখন মসজিদ নির্মাণের পর বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। ইনশাআল্লাহ॥ কেননা মসজিদ হল শান্তি ও ভালবাসার প্রতীক, অপরের আবেগ অনুভূতিকে সম্মান জানানোর প্রতীক। এটি ইবাদতের স্থান যাতে আমরা সেই খোদার প্রতি আনত হই যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসেন। খোদা তা'লা তাঁর সৃষ্টিকে ভীষণ ভালবাসেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজেই আমরা যখন খোদা তা'লার কারণে একটি মসজিদ তৈরী করি, এখানে একত্রিত হই আর সেই খোদার উপাসনা করি, সেক্ষেত্রে ধর্ম নির্বিশেষে তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসাও আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে আমাদেরকে যে প্রথম পাঠ দিয়েছেন, তা হল সেই খোদার ইবাদত কর যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। যিনি পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের প্রতিপালক। আর সেই সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ জীব হল মানুষ, যার খেয়াল রাখেন স্বয়ং আল্লাহ। কাজেই আমরা হলাম সেই খোদার ইবাদতকারী যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব বা প্রতিপালক। অতএব আমরা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিকে ঘৃণা করব বা তাদের শান্তিকে ধ্বংস করব- এমনটি কি করে সম্ভব? প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মানুষকে খোদাতালা পালন করেন, তিনি তাদের প্রতিপালক, তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেন। আর যারা তাকে মান্য করে করে না, তাঁর অযাচিত দানশীলতা তাদের জন্য ক্রীয়াশীল থাকে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, 'আমি অযাচিত দাতা, যারা আমার উপাসনা করে না, আমি তাদেরও প্রয়োজন মিটিয়ে দিই , এই জন্য আমি তাদের চাহিদা পূর্ণ করি যে আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি আর এই পৃথিবীতে যতদূর তাদের চাহিদাবলীর প্রশ্ন রয়েছে সেগুলি সবই আমি পূর্ণ করব। কাজেই অযাচিত দাতা খোদা এবং সেই প্রতিপালক খোদার আমরা উপাসক। আর খোদার সৃষ্টিকে সম্মান করা এবং দয়াসুলভ আবেগ নিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা আবশ্যক। যারা আমাদের বিরোধিতা করে, তাদের সঙ্গেও বিনয়পূর্ণ আচরণ করা জরুরী, আমরা কখনওই যেন বিবাদ-বিশৃঙ্খলাকে বাড়তে না দিই।

কাজেই ইবাদতের পাশাপাশি শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী আমাদেরকে প্রচার করতে হবে আর আমরা প্রচার করে এসেছি। জনকল্যাণমূলক কাজও সারা পৃথিবীতে আমরা করছি। এই পরিকল্পনাও আমাদের আছে। কেননা

খোদা তা'লর সাথে সাক্ষাতই হল ঈদের প্রকৃত খুশি

সকলে আনন্দে থাকুন, এটিই আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি। আনন্দে থাকা এবং অপরকে আনন্দির রাখার অধিকার আমাদের স্বাভাবিক অধিকার। যদি কেউ সব কিছু খোদা তা'লার ফজলে অর্জন করে তবে তাকে সাধুবাদ। কিন্তু অবশ্যই তা বৈধ উপায়ে হওয়া বিধেয়। বর্তমানে মানুষ কারোর অধিকার হরণ করেও উৎফুল্লিত হয়। কারোর অধিকার আত্মাসাৎ করে , কারোর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে বা কারোর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ মানুষ পুলকিত হয়। কিন্তু খোদা তা'লার বান্দা সেই ব্যক্তিই যে কারোর অধিকার আত্মসাৎ করা বা কারো কোন ক্ষতি সাধন ছাড়াই আনন্দ লাভ করতে পারে। এই প্রকৃত আনন্দ মানুষ নিজের সকল কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে খোদা তা'লার সমীপে পূর্ণ আনুগত্য ও সমর্পণের মধ্য দিয়ে অর্জন করে। আর এটাই ঈদের উদ্দেশ্য।

মুসলমানরা বছরে দুইবার ঈদের মাধ্যমে আনন্দ উদযাপন করে থাকে। খুশির কারণ হল যে আমরা আল্লাহ্ তা'লা ও আঁ হযরত (সা.) –এর নির্দেশ মেনে ঈদ যাপন করি। বস্তুত এই দুটি ঈদই আত্মত্যাগ দাবী করে। ঈদুল ফিতরের কুরবানীর ক্ষেত্রে একমাস যাবৎ আমরা নিজেদের বৈধ কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকি। অপরদিকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কঠোর অধ্যবসানা ও উপাসনায় নিয়োজিত থাকি। প্রকৃতপক্ষে রমযান মাস আমাদের উৎসর্গকরণের প্রেরণা স্বরূপ যা আমাদেরকে সংযম ও ধৈর্যপূণ জীবনযপনের শিক্ষা দেয়। যথা সময়ে পাঁচ বর নামায পড়া, তাহাজ্জুদে আকুল ক্রন্দন, কুরআন মজীদের বেদনার্ত কণ্ঠে তিলাওয়াত করা, সেহরী ও ইফতারীর সময় জিকরে ইলাহি ও নিষ্ঠাসহ দরূদ পাঠ, দরিদ্রের সেবা করা, দান-খয়রাতের প্রতি প্রবণতা, লড়াই ঝগড়া, গালমন্দ, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, পরচর্চা ও পরনিন্দা প্রভৃতি নানাবিধ অসৎ কর্ম ও কু-অভ্যাস থেকে বিরত থাকা-এগুলি এমন ফল যা থেকে আমরা শুধু নিজেরাই লাভবান হই না, বরং আমাদের বাড়ির ছোটরাও এর থেকে লাভবান হয়। অতএব, আল্লাহ্ তালার কাছে দোয়া করা উচিত যে এই বরকতমণ্ডিত মাসে তিনি আমাদেরকে সৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য যে শক্তি দিয়েছেন তাকে পাথেয় করে আমরা যেন পরবতী রমযান পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত রাখতে পারি। এই প্রসঙ্গে সৈয়্যাদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) তাঁর ২৮ শে অক্টোবর, ২০০৫ সালের খুতবা জুমআয় বলেন:

" একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবু ইমামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি শুধু মাত্র আল্লাহ্ তা'লা খাতিরে দুই ঈদের রাত্রিতে ইবাদত করবে তাঁর অন্তর চিরকালের জন্য সজীব থাকবে। তার অন্তর সেই সময়ও নিষ্প্রাণ হবে না যখন সমগ্র জগতের অন্তর নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।

(ইবনে মাজা, কিতাবুস সিয়াম, বাব-মা জাআ ফি সোয়াবিল এতেকাফ)

অতএব, লক্ষ্য করুন যে রমযান মাসের মধ্যে যে পবিত্র পরিবর্তণ সাধিত হয় সেটাকে চিরস্থায়ী করতে আঁ হযরত (সা.) কিরূপ চমৎকার ভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। কারণ ঈদের আনন্দে অনেকেই ভুলে যায় যে নামাযও পড়া উচিত। তাই রাত্রের ইবাদতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে বলেছেন যে তোমরা ফরয নামায তো অবশ্যই পড়বে, কিন্তু যুদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি সর্বদার জন্য অর্জন করতে চাও তবে রাত্রিকে তোমরা ইবাদত দ্বারা সুসজ্জিত কর। আর এই ধারা রমযানের পরেও যেন অব্যাহত থাকে। বিশেষ করে এমন সময়ে যখন কোনও আনন্দের উপলক্ষ্য আসে, মানুষ অন্যদিকে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ে, হইহুল্লোড় ও আনন্দ-উৎসব ও নেমনতন্নে মেতে সময় নষ্ট করো না। অতএব ইবাদত আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য ও চিরস্থায়ী সঙ্গী হওয়া কাম্য।

একমাস যাবৎ কুরবানীর প্রতিদানে আমরা ঈদ উদযাপন করি। বান্দা তার প্রকৃত বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার বাহ্যিক রূপকে ঈদের নামাযের মাধ্যমে প্রকাশ করে। এই মিলন যত ঘনিষ্ঠ হবে, ঈদও তত সুমধুর হবে আর এর গুরুত্বও তত বৃদ্ধি পাবে। এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: " আল্লাহ্ তা'লার সাথে মিলনই প্রকৃত আনন্দ। পৃথিবীর যে কোনও স্থানেই যাও না কেন তুমি ঈদের এই অর্থের কোনও তারতম্য দেখবে না। আর দুঃখ কাকে বলে? দুঃখ হল বিরহ বেদনা। তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার নাম,ঈদ, মিলন যত ঘনিষ্ঠ হবে, ঈদও তত সুমধুর হবে। লোকেরা নামাযের জন্য একত্রিত হয়, এটাও এক প্রকার ঈদ। কিন্তু তা কেবল সেই পাড়ার লোকেদের জন্য। লোকেরা জুমার দিন নামাযের জন্য একত্রিত হয়, সেটা শহরের লোকের জন্য ঈদ। ঈদে এলাকার লোক একত্রিত হয়, এটা তাদের ঈদ। হজ্জের সময় পৃথিবী সমস্ত মুসলমানদের ঈদ, কেননা এক্ষেত্রে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান একত্রিত হয়। আর এটা বড় ঈদ। অতএব যতক্ষণ প্রকৃত মিলন সংঘটিত না হয়, ততক্ষণ ঈদ কিভাবে হতে পারে? আমাদের জন্য সেই ঈদ কল্যাণকর যা সকলকে একত্রিত করে। দুনিয়ার রীতি-নীতি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ঈদ সেটাই যার মধ্যে মিলন নিহিত। আর সেই মিলন যা আমাদের জন্য কল্যাণকর। অর্থাৎ, ঈদ সেই সত্তার সহিত মিলনের নাম যার সহিত মিলিত হয়ে পরম তৃপ্তি লাভ হয়। আর তার বিরহ বেদনা অসহনীয় দুঃখসম। যে সত্তার সাথে মিলিত হলে কল্যাণ লাভ হয়, সেটি কোন্ সত্তা? নিজের নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে দেখ। স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাত হওয়া উভয়ের আনন্দের কারণ। এক বন্ধু অপর বন্ধুর সাথে মিলিত হয়ে আনন্দিত হয়। এক প্রতিবেশীর অপর প্রতিবেশীর সাথে মিলনে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।..... অতএব প্রকৃত ঈদ হল খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁর সাক্ষাত লাভ করা। যদি এটা সম্ভব হয় তবে সকল আশিস ও কল্যাণ থেকে আমরা লাভবান হব।সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও প্রশান্তির উপকরণ আমাদের হাতের নাগালে থাকবে। আর যে ব্যক্তি এই কৃচ্ছসাধন করতে পারবে, তার জন্য প্রতিটি দিনই যেন ঈদ। অতএব ঈদ কী? ঈদ হল খোদার সাথে সাক্ষাত। ঈদের দিন থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং খোদার সাথে সাক্ষাতলাভে সচেষ্ট হও। এমন প্রচেষ্টা কর যেন অলসতা তোমার উপর প্রভাব ফেলতে না পারে। তাঁকে অর্জন করলে পৃথিবীর এমন কোনও দুঃখ নেই যা দূরীভূত হবে না। আর এমন কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ নেই যা তাঁর আয়ত্তে নেই। যে খোদা তা'লাকে লাভ করে, মৃত্যু সম্পর্কে সে থাকে নির্লিপ্ত। কোন ক্রোধ তাকে দুঃখ দিতে পারে না। অতএব, যদি প্রকৃত ঈদ চাও, তবে একটাই উপায়। নতুন বস্ত্র পরিধান করা এবং উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খাদ্য গ্রহণের মাঝেই ঈদের স্বার্থকতা নয়, বরং যদি খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে বান্দার সংশোধন সম্ভব হয় তবেই তা প্রকৃত ঈদ বলে গণ্য হবে। আর ঈদ যদি কারোর জীবনে একবার এসে যায় তবে অমর হয়ে থাকে। এই ঈদের দিনের না কোন প্রভাত আছে না কোন গোধূলি বেলা আছে। এই দিন সময় ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই সেই ঈদও অনন্ত ও সীমাহীন। অপর এক ঈদ যা মর্যাদা ও গুরুত্বের বিচারে এর চাইতে ছোট, কিন্তু এরও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আর তা হল আল্লাহ্র বান্দা সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা আল্লাহ্র সঙ্গে আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক এটাই দাবী করে। আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ঈদ ও আনন্দের দিন সেটাই হবে যেদিন সারা জগতের কোনও ব্যক্তি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে না। অতএব এরজন্য সচেষ্ট হওয়া এবং এই কাজের নিজের সর্বশক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করর যেন আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদের আগমণ ঘটে। (খুতবা ঈদুল ফিতর, প্রদত্ত ৮জু, ১৯২১)

হুযুর আনোয়ার আমাদেরকে প্রত্যেক ঈদে এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে আমরা ঈদের প্রকৃত খুশি তখনই উপলব্ধি করতে পারব যখন আমরা নিজের গরীব ভাইদের ও তাদের সন্তানসন্ততিদেরও এই খুশিতে যোগ করে নিব। আমরা যেন প্রত্যেক গরীব আহমদীদের বাড়িতে যাই এবং তাদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ঈদ উদযাপন করি,তাদেরকে উপহার সামগ্রী দিই।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পবিত্র রমযান মাসে সম্পাদিত পুণ্যের ধারা অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন এবং প্রকৃত ঐশী মিলন ঘটুক। (আমীন)

(বদর পত্রিকা, ৯ আগস্ট, ২০১২ -এর সংখ্যা অবলম্বনে)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

২০১৪ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর আয়ারল্যান্ড সফর

২৭ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

(নাসেরাতদের সঙ্গে বৈঠকের শেষাংশ)

প্রশ্ন: আমরা কি পাকিস্তানী নাটক দেখতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যুক্তরাজ্যের আনসারুল্লাহ্ সংগঠন লাইফ অফ মুহাম্মদ এক লক্ষ কপি ছাপিয়েছে। আড়াইশো পৃষ্ঠার এই বইটির প্রতি কপির খরচ পড়েছে ষাট পেনিস। আনসারুল্লাহ্র কাছ থেকে বইটি আনিয়ে নিন। তারা আপনাদেরকে আসল খরচে দিয়ে দিবেন।

সেহেত ও জিসমানী' কায়েদ নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, আমরা চেষ্টা করছি প্রত্যেক আনসার কোন কোন শরীর চর্চার সঙ্গে যেন যুক্ত থাকেন। এই মুহূর্তে ৩৫জন আনসার শরীরচর্চা করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন,তাদেরকে পদভ্রমণ করতে বলুন। প্রত্যেকে যেন প্রাতঃ কিম্বা সান্ধ্য ভ্রমণ করেন এবং চেষ্টা করুন আনসাররা যেন চ্যারিটি ওয়াক করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা নিজেদের জন্য যে সব বই পুস্তক ছাপাতে চান সেগুলি নিজেদের সেন্টার রিজার্ভ থেকে ছাপান। আর যেগুলি ইউকে থেকে আমদানি করতে চান সেগুলি সেখান থেকে আমদানি করুন।

এরপর আয়ারল্যাণ্ডের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার বৈঠক আরম্ভ হয়। দোয়ার মাধ্যমে বৈঠক আরম্ভ হয়।

এরপর হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল সেক্রেটারী বলেন, আয়ারল্যাণ্ডে তিনটি জামাত আছে আর আমরা নিয়মিত কাজকর্মের রিপোর্ট পেয়ে থাকি।

ন্যাশনাল তরবীয়তি সেক্রেটারীর কাছে হুযুর তরবীয়তি কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে চাইলে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, 'আমরা নামাযের দিকে মনোযোগ দিচ্ছি। নামায উপলক্ষ্যে দশদিনের কর্মসূচিও পালন করেছি। মসজিদ মরিয়ম গালওয়ে এবং বায়তুল আহাদ ডাবলিন ছাড়া বিভিন্ন এলাকায় বাড়িতে নামায সেন্টার তৈরী করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এমনকি কোন ব্যবস্থা আছে যাতে আপনি জানতে পারেন যে লোকে নামাযে আসছেন? হুযুর জিজ্ঞাসা করেন কতজন আনসার ও খুদ্দাম নামাযে আসছেন?

খুদ্দামদের প্রতি দৃষ্টি দিন যাতে তারা বেশি করে নামাযে আসে। সদর সাহেব খুদ্দামুল আহমদীয়া নামাযে নিয়ে আসার জন্য কর্মসূচি তৈরী করবেন।

কুরআন করীম তিলাওয়াতের বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখবেন। আপনাদের কাছে এই তথ্য থাকা উচিত যে কতজন নিয়মিত তিলাওয়াত করেন।

মুবাল্লিগ ইনচার্য ইব্রাহিম নোনান সাহেবকে উদ্দেশ্য করে হুযুর আনোয়ার বলেন: কতজন আহমদী, আনসার, খুদ্দাম, আতফাল বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেন সেই দিকটা দেখা আর কিভাবে নামাযে উপস্থিতির সংখ্যা বাড়ানো যায় তার জন্য চেষ্টা করা আপনার কর্তব্য।

নামাযের উপদেশের জন্য শুধু খুতবা দেওয়াই যথেষ্ট নয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, তাদেরকে উপদেশ দিন। বা-জামাত নামায প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যিক- এ কথাটি তাদেরকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে থাকুন।

মুবাল্লিগ মির্যা লাবিব আহমদ সাহেব বলেন, তিনিও জুমআর খুতবায় নামাযের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন।

হুযুর বলেন, কেবল খুতবায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যথেষ্ট নয়, প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা আব্যক। আবশ্যক। আপনি যে তাদের শুভাকাঙ্খী, সে কথা তাদেরকে বারবার স্মরণ করাতে থাকুন। এর ফলে তারা আপনার কথা শুনবে আ জামাতের সেন্টারে আসবে।

নামাযে উপস্থিতির সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ন্যাশনাল তরবীয়ত সেক্রেটারী, তরবীয়ত কায়েদ, মুহতামিম তরবীয়ত এবং অন্যান্য জামাত ও মজলিসের তরবীয়ত বিভাগকে তৃণমূল স্তরে কাজ করা আবশ্যক। নামাযে মনোযোগ আকর্ষণ করার পাশাপাশি কুরআন করীমের তিলাওয়াতের বিষয়েও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। আর বেশি বেশি মানুষকে এম.টি.এ-র সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করুন আর মানুষকে আমার খুতবা শুনতে বলুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কারা নিয়মিত খুতবা শোনেন আর এ ক্ষেত্রে কাদের দুর্বলতা রয়েছে এবিষয়ে আপনার কাছে তথ্য থাকা উচিত।

এম.টি.এ তে বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান প্রচারিতহয়, প্রত্যেকেই নিজের নিজের পছন্দ মত অনুষ্ঠান দেখতে পারে।

তরবীয়ত সেক্রেটারী খুতবা জুমআ প্রসঙ্গে বলেন, ৮০ শতাংশ মানুষ নিয়মিত খুতবা শোনেন।

হুযুর বলেন, আপনার কাছে এই তথ্য থাকা দরকার যে কতজন এমন আছেন যারা মাসের চারটি খুতবা শোনে বা তিনটি বা দুটি খুতবা শোনে। অনুরূপভাবে কুরআন করীমের তিলাওয়াতের দিকটিও লক্ষ্য রাখুন, এবং এবিষয়ে চেষ্টা করুন।

হুযুর নির্দেশ দিয়ে বলেন, ফজরের নামাযের পর নিয়মিত কুরআন করীমের দরস হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে মগরিব ও ইশার নামাযের পর মালফুযাত বা হাদীসের দরস হওয়া উচিত।

বিয়ের পূর্বে ছেলে ও মেয়ের কাউন্সিলিং-এর কর্মসূচিত হওয়া বাঞ্ছণীয়। ছেলে ও মেয়ে উভয়কে তাদের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী সম্পর্কে অবগত থাকা উচিত।

দুইজন মুবাল্লিগই কাউন্সিলিং কমিটির সদস্য হতে পারেন। দুইজনের মধ্যে কাউন্সিলিংয়ের সময় একজনের থাকা আবশ্যক। দেশের মধ্যে যে সব বিয়ে হচ্ছে, সেগুলির কাউন্সিলিং হওয়া আবশ্যক। কাউন্সিলিং -এর সময় তাদেরকে বলুন যে কুরআন করীম কি অধিকার ও কর্তব্যাবলী নির্ধারণ করেছে। আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নত এবং হাদীসে আলোকে তাদেরকে একথা বলুন। বিবাহ সম্পর্কে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) -এর শিক্ষামালা তুলে ধরুন, তাঁর বাণীর আলোকে তাদেরকে বোঝান।

নিকাহ্র খুতবা দেওয়ার সময় মসনুন আয়াতের অনুবাদ শুনিয়ে দিন, যাতে মানুষ জানতে পারে যে কুরআন করীমের শিক্ষা কি, তাদের কি অধিকার ও দায়িত্বাবলী রয়েছে।

আমেলার এক সদস্যবলেন, 'আমাদের একজন মুরুব্বী সাহেবের কিছু দিনের মধ্যে বিয়ে হতে যাচ্ছে। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, একজন মুরুব্বীর স্ত্রীর মুরুব্বীর মত ত্যাগ-স্বীকারকারী হওয়া এবং মুরুব্বীর ন্যায় উৎসর্গীকরণের দায়িত্ব পালনকারী হওয়া বাঞ্ছণীয়।

ন্যাশনাল তবলীগ সেক্রেটারী নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, 'আমরা দুই লক্ষ লিফলেট বিতরণ করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সর্বপ্রথম যে লিফলেটটি দিবেন সেটি শান্তি প্রসঙ্গে হবে। এতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই সব উদ্ধৃতি থাকবে যা শান্তির বার্তা দেয়। এরপরের লিফলেটসে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণ সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে। 'Messiah of the age' (এ যুগের মসীহ) সংক্রান্ত লিফলেট হবে। এরপর ইসলামের সত্যতা সংক্রান্ত লিফলেট দেওয়ার মাধ্যমে মানুষকে জানাতে হবে যে পৃথিবীর অস্তিত্ব এই শিক্ষামালা মেনে চলার উপর নির্ভর করছে।

এখানে মসজিদে সাউন্ড সিস্টেমের জন্য যে ইলেকট্রিশিয়ান এসেছিল, সে ভীষণ প্রভাবিত হয়েছে। সে একথা প্রকাশ করেছে যে, 'এখানে এসে আমি খোদা পেয়েছি। সে আমাদের সঙ্গে নামাযও পড়েছে। এই ধরণের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন, তাদেরকে অনুসরণ করুন।

পার্লামেন্টে এক সদস্য বলেছিলেন, 'আমি তো প্রায় কনভার্ট হয়ে গিয়েছি।'

হুযুর বলেন, আপনারা বীজ বপন করুন এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ান।

আপনাদের আমেলার ২২ জন সদস্য আছেন। প্রতি আমেলা সদস্য যেন একজন স্থানীয় আইরিশ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে। এর এক-চতুর্থাংশও যদি সফল হয়, তবে পাঁচ-ছয়টি বয়আত বছরের শুরুতেই পেয়ে যাবেন।

অনুরূপভাবে সুপরিকল্পিত ভাবে বাস্তবধর্মী ও উপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ করুন এবং ব্যক্তিগতভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিন।

এখানে মসজিদের উদ্বোধনের সংবাদ আরটি রেডিও এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে সেই বার্তা পৌছেছে। এগুলিকে কাজে লাগানো আপনাদের কাজ, এর দ্বারা সফলতা ঘরে তুলুন।

লিফলেটস বিতরণ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন, এরা জেনে যাবে যে আহমদীয়াত কি জিনিস। এরা জানে না যে

আপনাদের কর্মসূচি কি, আপনারা কোন ধরণের মুসলমান এবং আপনাদের ভূমিকা কি? আমরা অন্যান্য মুসলমানদের মত নই, আমরা তাদের থেকে ভিন্ন।

যদি সরাসরি কোন পরিচয় ছাড়াই তবলীগ করেন, তবে কেউই আপনার কথা শুনবে না। যদি আগেই জামাতের পরিচয় করিয়ে দেন আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলেন, তবে তারা আপনাদের কথা শুনবে।

এখানে অনেকে একথা ব্যক্ত করেছে যে, পূর্বে তারা ইসলাম সম্পর্কে সঠিকভাবে জানত না, কিন্তু এখন ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৌঁছনোর পর ইসলাম সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা পাল্টে গিয়েছে।

আপনাদের কাজ হল নিরবধি তাদেরকে অনুসরণ করা, তাদেরকে সঙ্গে যোগাযোগ করা।

তবলীগ সেক্রেটারী বলেণ, মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব আমাদেরকে বেশি করে বয়আতের লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে থাকেন যা আমরা পুরো করতে পারি না যার কারণে আমরা লজ্জিত হই। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, নিরাশ হবেন না, নিজেদের দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি দিন এবং পরের বার সেই সব দুর্বলতাগুলি দূর করার চেষ্টা করুন।

অনেকে দেশের বাৎসরিক বাজেট পুরো হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তী বছর তারা নিজেদের বাজেট কম করে না, আরও বাড়িয়ে পেশ করে থাকে।

এখানকার দুই মুবাল্লিগ এবছর দুটি বয়আত করাবেন। তাদের ছাড়া ন্যাশনাল আমেলা ছয়টি এবং খুদ্দাম, আনসার ও লাজনা পাঁচটি করে বয়আত করাবেন। গালওয়েতে জমি তৈরী আছে। আপনাদেরকে শুধু বীজ বপন করতে হবে আর কাজ করতে হবে।

সুইডেন তিন লক্ষ লিফলেটস বিতরণ করেছে, যদিও তারা ছোট্ট একটি জামাথ। অনুরূপভাবে গত বছর যুক্তরাজ্যের জামিয়ার ছাত্রদের স্পেনে পাঠানো হয়েছিল। তারা দুই-তিন সপ্তাহে পৌনে তিন লক্ষ লিফলেট বিতরণ করে এসেছে। সম্প্রতি জামেয়ার আটজন ছাত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে স্পেন গিয়েছিল। তারা সেখানে থাকাকালীন পঞ্চাশ হাজারের বেশি লিফলেটস বিতরণ করেছে, লোকেরা তাদেরকে একাজের জন্য উৎসাহিত করেছে।

ভ্যালেনসিয়ায় ট্রেন থেকে নামা এক যাত্রীকে যখন লিফলেটস দেওয়া হল, তখন তিনি বললেন, 'আমি বার্সিলোনা থেকে আসছি সেখানে আমাকে এক তরুণ এই লিফলেট দিয়েছিল যা আমার পকেটে আছে।' তিনি সেই লিফলেট বার করে দেখান, যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, ফেলে দেন নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন , ষাট শতাংশের বেশি মানুষ এগুলি যত্ন করে রেখে দেন এবং পড়েন। এখন অনেক বেশি মানুষ জামাতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন।

সদর আনসারুল্লাহ্ ডক্টর আলীম সাহেব বলেন, নিজের কাজের সূত্রে সফরের সময় এক যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সেই যুবক বলে, 'আমি আহমদীদের কাছ থেকে একটি লিফলেট পেয়েছিলাম যা পুরোটি পড়েছি।' এরপর তাকে জামাত সম্পর্কে বলি আর এভাবে তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। আমি তাকে মসজিদে নিয়ে আসি, এখন নিয়মিত তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়।

হুযুর বলেন, তাকে আরও বই-পুস্তক দিন। 'ইসলামী নীতি দর্শন' (ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী-উর্দু) , 'লাইফ অফ মুহাম্মদ' পড়ার জন্য দিন।

আপনি রেলওয়ে স্টেশনে, বাস-স্টপে গিয়ে লিফলেটস বিতরণ করুন। শুধু দুইএকটি স্থানেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবেন না, বিভিন্ন উপায় ও পন্থা সন্ধান করুন এবং ব্যাপকহারে লিফলেটস বিতরণ করুন। বাজারে কোন এক স্থানে দাঁড়িয়ে সেখানে লিফলেট মানুষের হাতে দিয়ে দিতে পারেন।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছনোর অর্থ প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া।

মহিলারা নিজেদের কর্মসূচি তৈরী করছে। তারা মীনা বাজারের ঢাঁচে নিজেদের প্রোগ্রাম করেছে, কার্ডও বিতরণ করেছে যাতে মানুষ সেখানে আসে, তাদের সঙ্গে জামাতের যোগাযোগ হয়। ফ্লাইয়ারস বিতরণ হোক আর অন্যান্য বইপুক্তক সংগ্রহ করুন। এভাবেও তবলীগ হবে।

ইসলামাবাদ, ইউ.কে-র জামাতও এই পন্থায় নিজেদের প্রোগ্রাম তৈরী করেছিল, যেখানে তারা খাদ্য দ্রব্যের পাশাপাশি বই-পুস্তকও রেখেছিল। যারা সেখানে এসেছিল, তাদেরকে সেই সব বই পুস্তকও দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে আগ্রহ তৈরী হয়েছিল আর প্রশ্নোত্তর হয়েছিল। তাদের সঙ্গে একপ্রকার সম্পর্ক তৈরী হয়ে গিয়েছে আর এই অনুষ্ঠান তবলীগের একটি মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

খুদ্দামুল আহমদীয়াও এভাবে নিজেদের প্রোগ্রাম করতে পারে।

যে প্রোগ্রামই করুন- প্রদর্শনী হোক, মীনা বাজার বা অন্য কোন প্রোগ্রাম হোক- প্রকৃত উদ্দেশ্য হল তবলীগের জন্য যেন যোগাযোগ তৈরী হয়। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মানুষের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

হুযুরের নিকট এই মর্মে রিপোর্ট উপস্থাপিত হয় যে, 'এখানে প্রতি বছর সৌদি আরব থেকে ১৫ হাজার ছাত্র শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে এসে থাকে।' হুযুর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, এরা তাদের প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষেরা ওহাবী এবং সালাফি ধর্মমতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে।

হুযুর আনোয়ারকে জানানো হয় যে 'কর্ক' জামাতের চাহিদাবলী বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানে মানুষ একত্রিত হবে, তবলীগি যোগাযোগ করবে, তাদেরকে সেখানে ডাকবে, জামাতের এমন কোন সেন্টার নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সেখানে সেন্টারের জন্য জায়গা দেখুন, নিজেদের প্রয়োজন মাফিক কোন একটি বিল্ডিং সন্ধান করে আমাকে জানান।' খরচাদি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত হুযুর আনোয়ার কয়েকটি নির্দেশনা প্রদান করেন।

দেশের রাজধানী ডাবলিনে মসজিদ স্থাপনা সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার আরও বলেন, শহরের বাইরের এলাকায় দেখুন, যেখানে মানুষ যাতায়াত করতে পারে আর যা আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

আমেলা সদস্যদেরকে নির্দেশ দিতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাতের পদাধিকারীদের বিষয়ে সাধারণ আহমদীদের অভিযোগ আছে। আপনারা মানুষের সঙ্গে সহানুভুতিসুলভ ও নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ করুন, প্রত্যেকের কথা শুনুন, সেবক হিসেবে কাজ করুন। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- 'সৈয়্যদুল কাউমি খাদিমুহু'। অর্থাৎ জাতির নেতা সেই জাতির সেবক হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার আমেলা সদস্যদের কাছে জানতে চান যে যুক্তরাজ্যের মজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা)-য় আমি যে বক্তব্য দিয়েছিলাম, আপনারা সকলে সেটি কি শুনেছেন। ন্যাশনাল সদর সাহেব বলেন, আমরা সকলে নিজেদের একটি আমেলা মিটিংয়ে সেটি শুনেছিলাম।

বৈঠকের শেষে হুযুর আনোয়ার এডিশিনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ (নওমোবাঈন) ইউসুফ পেন্ডার সাহেবকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, এবছরের জন্য আপনার লক্ষ্যমাত্রাও দুটি বয়আত। দুইজন মুরুব্বী এবং আপনি- এই তিনজনের টার্গেট দুটি করে বয়আত। দেখা যাক, আপনাদের মধ্যে কে সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

২৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

নর্থ ওয়েলস জামাতে পদার্পণ

জামাত আহমদীয়া নর্থ ওয়েলস তাদের সেন্টার ও মসজিদের জন্য রাইল টাউনে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি ভবন ক্রয় করেছে। এখানে হলিহেড বন্দর থেকে লণ্ডন যাওয়ার পথে যাত্রা বিরতি দিয়ে ভবনটি নিরীক্ষণ ও যোহর ও আসরের নামাযের কর্মসূচি ছিল। রাইল টাউন থেকে বন্দরের দূরত্ব ৫০ মাইল।

বন্দর থেকে রওনা হয়ে হুযুর আনোয়ার প্রায় পৌনে একটার সময় নর্থ ওয়েলস জামাতে পদার্পণ **করেন।**

১৮৭৩ সালে এই ভবনটির গোড়া পত্তন করেন রবার্ট জোনস, যিনি সেই সময় উক্ত এলাকার কমিশনর ছিলেন। ১৮৯৫ সালে ভবনটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়। আর এটি কালভনিস্ট মেথোডিস্ট কমিউনিটির অধীনে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। এই দ্বিতল ভবনটির আয়তন ৬০০০ বর্গফুট।

যোহরের নামায ও মধ্যহ্ন ভোজের পর এখান থেকে লন্ডন রওনা হওয়ার কথা ছিল। পৌনে দুটোর সময় হুযুর আনোয়ার দোয়ার করানোর পর সঙ্গীসাথী সহ লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

এখান থেকে লন্ডনের দূরত্ব ২৫০ মাইল। পৌনে তিনটের সময় এখান থেকে রওনা হয়ে সাতটা দশ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদ ফযল লন্ডনে পদার্পণ করেন, যেখানে বিপুল সংখ্যক জামাতের সদস্যরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

৭:২০টায় হুযুর আনোয়ার মসজিদে এসে মগরিব ও এশার নামায পড়ানোর পর বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

বলেন, মসজিদের উদ্বোধনের

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 10 June, 2021 Issue No.23

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

উলুল আলবাব' (বিবেকবানরা) চিরন্তন জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে।

তাদের পিতা মাতা এবং সন্তানসন্ততিদের মধ্যে যারা পুণ্যবান তারাও জান্নাতে তাদের সঙ্গে থাকবে, যদি তারা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।

এই সত্যকে কেবল কুরআন করীমই বর্ণনা করেছে, পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে নি।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা রাআদ এর ২৪ নং আয়াত

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ

এর ব্যাখ্যায় বলেন:

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'উকবাদ দার' বলতে বোঝানো সেই জান্নাতসমূহকে যা চিরন্তন বা বোঝানো হয়েছে যে 'উলুল আলবাব' (বিবেকবানরা) চিরন্তন জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে।

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ আর তাদের পিতামাতা এবং সঙ্গী এবং পুণ্যবান সন্তানরাও তাদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই আয়াতে এক মহান সত্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে।এই সত্যকে কেবল কুরআন করীমই বর্ণনা করেছে, পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে নি। পৃথিবীকে কোন ব্যক্তি এমন কোন পুণ্য বা পাপ করে না যার সঙ্গে অন্য কোন মানুষ কোন না কোন ভাবে জড়িত থাকে। ব্যবসায়ীর সফলতা, কৃষকের চাষাবাদের সফলতার সঙ্গে শত শত অন্যান্য মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা জড়িত আছে। এই কারণেই ইসলামের শরিয়ত যাকাত নির্ধারণ করার মাধ্যমে অন্যদের অধিকার প্রদান করেছে। অন্যান্য কাজেও এই একই নিয়ম প্রজোয্য। যেমন ধর, এক ব্যক্তি তবলীগের জন্য বের হল, তার সেই তবলীগে তার স্ত্রীরও অবদান আছে। কেননা সে তার অনুপস্থিতিতে পরিবার ও সন্তান সন্ততির খেয়াল রাখে, তাদের লালন পালন করে। যদি সন্তানদের আগলে না রাখলে তবলীগে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভীষণ অসুবিধা সৃষ্টি হবে। অনুরূপভাবে পিতামাতা যদি সঠিকভাবে সন্তানদের লালন পালন না করত তবে সে কিভাবে ধর্মের কাজে অংশগ্রহণ করবে। কিম্বা সন্তানেরা যদি পিতামাতাকে শান্তিতে বসতে না দেয়, তবে কিভাবে পুণ্যকর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারে? কাজেই মানুষ যেহেতু পুণ্যকর্মে উন্নতি করে আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য নিয়ে, সেই কারণে তার পুরস্কারে তাদের অংশ রাখা হয়েছে আর এই নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে যে পুরো পরিবারে যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী, অন্যরা সকলে তার কাছেই থাকবে।.....

'জাওজুন' শব্দ এই আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। আমার মতে এখানে এর অর্থ সঙ্গী, এর অর্থ পুরুষ কিম্বা স্ত্রী নয়। আর আমার মতে সই সব লোকও এর অন্তর্গত যারা পুণ্যকর্মে তাদের সহায়ক হয়েছে, কেবল স্বামী স্ত্রীকেই এখানে বোঝানো হয় নি। মহিলাদেরকে নবুয়তের মর্যাদা পর্যন্ত কেন পৌঁছানো হয় নি-এই আয়াত মহিলাদের সম্পর্কে প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছে। কেননা এই আয়াতের অর্থ, নবীদের স্ত্রীদেরকেও সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হবে যে মর্যাদায় নবী অধিষ্ঠিত থাকবেন। অর্থাৎ- যদিও তাদের গঠন প্রকৃতির কারণে তাদেরকে পৃথিবীতে নবী বানানো হয় না, কিন্তু তারা সেই সকল পুরস্কাররাজির অংশীদার হবে যা আম্বিয়াগণ প্রাপ্ত হবেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) একক ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এগারো জন স্ত্রী তাঁর পুরস্কাররাজির অংশীদার হবেন। অনুরূপভাবে নবীর সঙ্গী সিদ্দিকের মর্যাদায় বিভূষিত হন, আর মহিলাদেরকে সিদ্দিকের মর্যাদা লাভে বাধা দেওয়া হয়নি। যে সকল মহিলা সিদ্দিকিয়াত -এর মর্যাদায় পৌঁছয়, তাদেরকেও রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, যেভাবে অন্যান্য সকল সিদ্দিকদের পৌঁছে দেওয়া হবে। কেননা তারা সিদ্দিকিয়াত'-এর মর্যাদা নিয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ আয়াত দ্বারা একথা বোঝানো হয় নি যে জান্নাত এক সুবিশাল স্থান যার একাধিক প্রবেশ পথ আছে। এর অর্থ, সেই সকল সৎ গুণাবলী এবং পুণ্যকর্ম, যেগুলির কারণে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে, পরকালে সেগুলিই জান্নাতের দরজা সদৃশ হয়ে দেখা দিবে।'

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৪১২)

৮ পাতার পর

প্রকৃত ইবাদতকারীরা মানবতার সেবাও করবে, গরীব-দুখীদেরও সেবা করবে। দারিদ্র জর্জরিত অনেক দেশে আমাদের জনসেবা মূলক কাজ অব্যাহত আছে। জামাত অভাব পীড়িতদের সেবা করে থাকে। অনেক প্রকল্প এমনও আছে, আমাদের একটি অঙ্গ সংগঠন হল হিউম্যানিটি ফার্স্ট,যার অধীনে আফ্রিকার দেশগুলি দেওয়া হয়েছে, আর সেখানে তারা নিজেদের কাজ করছে। জামাতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা যে সব প্রকল্প পরিচালনা করছে, সেগুলি ছাড়াও আরও অনেক প্রকল্পও চলছে। যেমন-বেনিনে একটি অনাথাশ্রম চলছে। এটি জামাত আহমদীয়া জার্মানীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। আর এই সেবা দেওয়া হচ্ছে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে। এমনকি এই অনাথাশ্রমে আশ্রয় নেওয়া সমস্ত শিশুই অ-আহমদী। আমরা তো সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে সেবা করছি। আর আমাদের জামাতের সদস্যরা যেখানেই সেবা করতে যায়, তারা খোদা তা'লার এই নির্দেশ দৃষ্টিপটে রাখে- 'আপন ভাইদের সেবা কর, আর্ত মানবতার সেবা কর, অসহায়দের সেবা কর।' আর জার্মানী জামাতকে যে প্রকল্প দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যখন বাস্তবায়িত হয়, তখন সেবা প্রদানের পাশাপাশি সেই সব দেশে জার্মানীরও পরিচিতি তৈরী হয়। অর্থাৎ মানবতার সেবার পাশাপাশি সেই সব দেশে আমরা জার্মানীর দূতও বটে। আর আমরা কেবল এই দেশগুলিতেই সেবা করছি না, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের সেবামূলক কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছে। যেমনটি আমি বলেছি, বিভিন্ন দেশের তত্ত্বধানে বিভিন্ন দেশকে দেওয়া হয়েছে। জার্মানী জামাতের অধীনেও কয়েকটি দারিদ্রক্লীষ্ট দেশ রয়েছে। এরা যখন সেবামূলক কাজের জন্য সেখানে যান আর সেখানকার মানুষ জানতে পারে যে তারা জার্মানী থেকে এসেছেন তখন তারা মানবতার সেবার মাধ্যমে জার্মানীর দূত হিসেবে এদেশের নামও উজ্জ্বল করে। জামাত আহমদীয়া পৃথিবীতে এই সব কাজই করে থাকে আর এটিই আমাদের লক্ষ্য যা পূর্ণ করার চেষ্টা আমরা অব্যাহত রেখেছি। অর্থাৎ ইবাদতের পাশাপাশি মানবতার সেবাতেও নিজেদের নিয়োজিত করা। এখানকার আহমদীদেরকে আমি একথাই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে মসজিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর আপনাদের ইবাদতের মান এবং জনসেবার মান উন্নততর হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এই শহর কিম্বা এলাকায়,যেখানেই আপনারা থাকুন, সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সেবার মানও যেন পূর্বের থেকে উচ্চতর হয়। আর অতিথিদের উদ্দেশ্যেও আমি পুনরায় একথা বলব যে, আপনারা এখানে এসেছেন, কারণ নিশ্চয় জামাতের প্রতি আপনাদের উন্নত মানসিকতা ও চিন্তাধারা ছিল। আর প্রতিটি শহর বা দেশে কিছু মানুষ থাকেন যাদের মনে শঙ্কা বা সংরক্ষণশীল মনোভাব থাকে। তাই আপনারা নিজেদের মহল্লায় সেই শঙ্কা বা সংরক্ষণশীল মনোভাব দূর করার চেষ্টা করুন। কেননা জামাত আহমদীয়া প্রেমের বাণী প্রসারকারী একটি জামাত। আর জামাত যখন মসজিদ নির্মাণ করে, তখন তা সেই ভালবাসাকে আরও বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়ার কারণ হয়। মসজিদের কারণে কোন প্রকার ভীতি বা বিপদের আশঙ্কা নেই, এটি উন্মুক্ত, সকলের জন্যই, আপনারা যখন খুশি এখানে আসতে পারেন। ইনশাআল্লাহ্ আপনারা আমাদের পক্ষ থেকে উচ্ছ্বসিত ভালবাসা-ই প্রত্যক্ষ করবেন। এই কয়েকটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। জাযাকাল্লাহ।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir